রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ | ২০১৫ সনের ৪৫ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, নভেম্বর ৫, ২০১৫

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং		পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৭৬১—৭৮৫	৭ম খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
		৮ম খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৭০১—১৭১৬	ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
		(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
		(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	২৭৯—২৮৬	(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই	(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই	(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৪৭৯—১৫০৯	(৬) .... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

অর্থ মন্ত্রণালয়
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
পরিচালনা পর্ষদ ও সমন্বয় অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৩০ জুন ২০১৫

নং ৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০০৫.১৫-৪১৬—দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন (বাংলাদেশ) লিমিটেড এর পরিমেল বিধির বিধি ২৫ অনুযায়ী উক্ত কর্পোরেশনের পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ, সাবেক অতিরিক্ত সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর স্থলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে অতিরিক্ত সচিব ড. রাখাল চন্দ্র বর্মন-কে পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত নিয়োগ দেয়া হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ রিজওয়ানুল হুদা
উপসচিব।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০৬ আগস্ট ২০১৫

নং ৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০১৫.১৫-৪২৯—প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক আইন, ২০১০ এর ১০ এবং ১১(২) ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রাক্তন সচিব ড. খোন্দকার শওকত হোসেন এর স্থলে উক্ত মন্ত্রণালয়ে যোগদানকৃত সচিব খন্দকার মোঃ ইফতেখার হায়দার-কে পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দেয়া হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ রিজওয়ানুল হুদা
উপসচিব।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক (দায়িত্বপ্রাপ্ত), বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
ড. মহিউদ্দীন আহমেদ (উপসচিব), উপপরিচালকের দায়িত্বে, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

পরিচালনা পর্ষদ ও সমন্বয় অধিশাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ১৬ আগস্ট ২০১৫

নং ৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০০৭.১৫-৪৪২—কর্মসংস্থান ব্যাংক আইন ১৯৯৮ এর ১০(১) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকারের প্রাক্তন সচিব জনাব মোঃ শফিকুর রহমান পাটোয়ারীকে কর্মসংস্থান ব্যাংক এর পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক ও চেয়ারম্যান হিসেবে ০৩ (তিন) বছরের জন্য নিয়োগ প্রদান করা হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ, ১৯ আগস্ট ২০১৫

নং ৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০১৬.১৫-৪৫৪—বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক আদেশ, ১৯৭৩ এর ০৭ ও ০৮ ধারার বিধান মোতাবেক বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের বর্তমান পরিচালক জনাব আব্দুল জলিল মিঞা যতদিন বিআরডিবি এর মহাপরিচালক হিসেবে কর্মরত থাকবেন ততদিন পর্যন্ত তিনি উক্ত ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক হিসেবে নিয়োজিত থাকবেন।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০১৬.১৫-৪৫৫—বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক আদেশ, ১৯৭৩ এর ০৭ ধারার বিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক ড. গৌরাঙ্গ চন্দ্র মোহান্ত এনডিসি এর পরিবর্তে মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রণালয়ের বর্তমান যুগ্ম-সচিব জনাব মোঃ আলী নূর-কে পরিচালক হিসেবে পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত নিয়োগ দেয়া হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ রিজওয়ানুল হুদা
উপ-সচিব।

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
অধিশাখা-২ (কর)

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ২০ শ্রাবণ ১৪২২/০৪ আগস্ট ২০১৫

নং ০৮.০০.০০০০.০৩৭.২৭.০০৪.০৭.৪২৫—যেহেতু, বিসিএস (কর) ক্যাডারের কর্মকর্তা জনাব মোঃ হারুনুর রশিদ ভূঞা (গ্রেডেশন নং-৯৭), আপীলাত যুগ্ম-কর কমিশনার (বর্তমানে অতিরিক্ত কর কমিশনার পদে চলতি দায়িত্বে), আপীলাত রেঞ্জ-৪, কর আপীল অঞ্চল-১, ঢাকায় কর্মরত থাকাকালে ১৩-০৩-২০০৭ তারিখে ঘুষ গ্রহণ, ঘুষ গ্রহণে সহায়তা, জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জন ও তথ্য গোপন করার অভিযোগে বিশেষ জজ আদালত-১০ ঢাকার বিশেষ মামলা নং ৭/২০০৮, মেট্রো বিশেষ মামলা নং-২৬/২০০৮ এবং ধানমন্ডি থানার মামলা নং-৯২(১০) ২০০৭ এর ০৭-০১-২০১৪ তারিখের রায়ে জনাব মোঃ হারুনুর রশিদ ভূঞাকে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ২৭(১) ধারার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে ০৫ (পাঁচ) বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডসহ ১০,০০০/-(দশ হাজার) টাকা অর্থদণ্ড অনাদায়ে ০৬ (ছয়) মাসের কারাদণ্ড এবং উল্লেখিত আইনের ২৬(২) ধারায় দোষী সাব্যস্তে ০১ (এক) বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডসহ ৫,০০০/-(পাঁচ হাজার) টাকা অর্থদণ্ড অনাদায়ে ০৩ (তিন) মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় এবং তাঁর একক ও স্ত্রীর সহিত যৌথ নামে অর্জিত জ্ঞাত আয় বহির্ভূত স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ রাষ্ট্র বরাবরে বাজেয়াপ্ত করা হয়।

২। সেহেতু, জনাব মোঃ হারুনুর রশিদ ভূঞা (গ্রেডেশন নং-৯৭), আপীলাত যুগ্ম-কর কমিশনার (বর্তমানে অতিরিক্ত কর কমিশনার পদে চলতি দায়িত্বে), পরিদর্শন-২, কর পরিদর্শন পরিদপ্তর, ঢাকাকে "The Public Servant (Dismissal on Conviction) Ordinance-1985" এর ধারা ৩(১) এর বিধানমতে ফৌজদারী অপরাধে সাজাপ্রাপ্ত হওয়ায় তাঁর সাজা ঘোষণার তারিখ অর্থাৎ ০৭-০১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ হতে চাকরি হতে বরখাস্ত (Dismissal from service) করা হলো।

৩। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ, ২৫ শ্রাবণ ১৪২২/০৯ আগস্ট ২০১৫

নং ০৮.০০.০০০০.০৩৭.২৭.০৩৪.১৫.৪৩৪—জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কর অনুবিভাগের কর্মকর্তা জনাব মোঃ জাহিদুল ইসলাম, সহকারী কর কমিশনার, কর অঞ্চল-৫, ঢাকা এর বিরুদ্ধে জালিয়াতির মাধ্যমে সম্পদ বিবরণীতে মূলধন গঠন ও প্রদর্শনের মাধ্যমে কর ফাঁকি প্রদান সংক্রান্ত আনীত অভিযোগের প্রাথমিক তদন্তে তাঁর বিরুদ্ধে জালিয়াতির অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

২। জনাব মোঃ জাহিদুল ইসলাম, সহকারী কর কমিশনার, কর অঞ্চল-৫, ঢাকা এর বিরুদ্ধে জালিয়াতির মাধ্যমে সম্পদ বিবরণীতে মূলধন গঠন ও প্রদর্শনের মাধ্যমে কর ফাঁকি প্রদান সংক্রান্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর বিধি ১১ অনুযায়ী জনাব মোঃ জাহিদুল ইসলাম, সহকারী কর কমিশনার-কে চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো।

৩। সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়ে তিনি বিধি মোতাবেক খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন।

৪। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ নজিবুর রহমান
সচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৬

আদেশাবলী

তারিখ, ৩০ জুন ২০১৫

নং আর-৬/৭এন-১১/২০১৫-৩১০—১৯৬১ সালের নোটারী অধ্যাদেশ (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে ঢাকা জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য এ্যাডভোকেট সুরাইয়া পারভীন, পিতা সাবান আলীকে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী পাবলিক হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্তে এতদ্বারা নিম্নেবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩(তিন) বৎসরের মেয়াদে নোটারীরূপে নিয়োগ করা হইল।

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে তিনি কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীনে আবেদন পেশ করিবেন।

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালা ১৯ নং ফরমে তিনি প্রতিবৎসর জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ণ) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

তারিখ, ১৬ জুলাই ২০১৫

নং আর-৬/৭এন-১৯/২০১৫-৩৮২—১৯৬১ সালের নোটারী অধ্যাদেশ (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে কিশোরগঞ্জ জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য এ্যাডভোকেট কুলেশ চন্দ্র নাগ, পিতা মৃত সুরেশ চন্দ্র নাগকে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী পাবলিক হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্তে এতদ্বারা নিম্নেবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩(তিন) বৎসরের মেয়াদে নোটারীরূপে নিয়োগ করা হইল।

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে তিনি কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীনে আবেদন পেশ করিবেন।

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালা ১৯ নং ফরমে তিনি প্রতিবৎসর জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ণ) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

তারিখ, ০৫ আগস্ট ২০১৫

নং আর-৬/৭এন-১৭/২০১৫-৩৯৭—১৯৬১ সালের নোটারী অধ্যাদেশ (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে সিলেট জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য এ্যাডভোকেট পুলিন বিহারী বিশ্বাস, পিতা মৃত শিবচরণ বিশ্বাসকে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী পাবলিক হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্তে এতদ্বারা নিম্নেবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩(তিন) বৎসরের মেয়াদে নোটারীরূপে নিয়োগ করা হইল।

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে তিনি কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীনে আবেদন পেশ করিবেন।

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালা ১৯ নং ফরমে তিনি প্রতিবৎসর জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ণ) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

উম্মে কুলসুম
উপসচিব (প্রশাসন)।

আদেশাবলী

তারিখ, ১৭ আগস্ট ২০১৫

নং আর-৬/৭এন-৩৩/২০১৫-৪৪১—১৯৬১ সালের নোটারী অধ্যাদেশ (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে ঢাকা জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য এ্যাডভোকেট জনাব কাজী নাফিউল মজিদ, পিতা কাজী লোকমান হোসেনকে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী পাবলিক হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্তে এতদ্বারা নিম্নেবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩(তিন) বৎসরের মেয়াদে নোটারীরূপে নিয়োগ করা হইল।

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে তিনি কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীনে আবেদন পেশ করিবেন।

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালা ১৯ নং ফরমে তিনি প্রতিবৎসর জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ণ) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

নং আর-৬/৭এন-২৮/২০১৫-৪৪২—১৯৬১ সালের নোটারী অধ্যাদেশ (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে পাবনা জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য এ্যাডভোকেট জনাব মোঃ আহসান হাবিব, পিতা আলহাজ্ব মোঃ হারুন-অর-রশিদকে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী পাবলিক হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্তে এতদ্বারা নিম্নেবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩(তিন) বৎসরের মেয়াদে নোটারীরূপে নিয়োগ করা হইল।

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে তিনি কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীনে আবেদন পেশ করিবেন।

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালা ১৯ নং ফরমে তিনি প্রতিবৎসর জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ণ) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

নং আর-৬/৭এন-১৮/২০১৫-৪৪৩—১৯৬১ সালের নোটারী অধ্যাদেশ (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে লালমনিরহাট জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য এ্যাডভোকেট জনাব এ, বি, এম, সাঈদুজ্জামান, পিতা জনাব মোঃ আব্দুস সোবাহানকে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী পাবলিক হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্তে এতদ্বারা নিম্নেবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩(তিন) বৎসরের মেয়াদে নোটারীরূপে নিয়োগ করা হইল।

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে তিনি কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীনে আবেদন পেশ করিবেন।

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালা ১৯ নং ফরমে তিনি প্রতিবৎসর জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ণ) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

নং আর-৬/৭এন-০৭/২০১৫-৪৪৪—১৯৬১ সালের নোটারী অধ্যাদেশ (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে রাজশাহী জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য এ্যাডভোকেট জনাব মোঃ নুর-এ-কামরুজ্জামান, পিতা মৃত কিয়ামুদ্দিনকে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী পাবলিক হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্তে এতদ্বারা নিম্নেবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩(তিন) বৎসরের মেয়াদে নোটারীরূপে নিয়োগ করা হইল।

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে তিনি কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীনে আবেদন পেশ করিবেন।

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালা ১৯ নং ফরমে তিনি প্রতিবৎসর জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ণ) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

নং আর-৬/৭এন-২৫/২০১৫-৪৪৫—১৯৬১ সালের নোটারী অধ্যাদেশ (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে রংপুর জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য এ্যাডভোকেট জনাব মোঃ আলী আখতার জাহাঙ্গীর হোসেন, পিতা মোঃ বজলার রহমানকে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী পাবলিক হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্তে এতদ্বারা নিম্নেবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩(তিন) বৎসরের মেয়াদে নোটারীরূপে নিয়োগ করা হইল।

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে তিনি কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীনে আবেদন পেশ করিবেন।

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালা ১৯ নং ফরমে তিনি প্রতিবৎসর জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ণ) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

বিকাশ কুমার সাহা
উপসচিব (প্রশাসন)।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৭ আগস্ট ২০১৫

নং আর-৬/১সি-৩/২০০৩-২০৪—The Registration Act, 1908 এর ধারা-৫, উপ-ধারা-১ অনুসারে সরকার অত্র মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের স্মারক নং-আর-৬/১সি-৩/২০০৩-১৭৯, তারিখ-০৯-৭-২০১৪ খ্রিঃ মূলে জারীকৃত প্রজ্ঞাপনের ধারাবাহিকতায় ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ধানমন্ডি, পল্লবী ও শ্যামপুর নামে ০৩ (তিন) টি Sub-district গঠন করিল।

২। জনস্বার্থে এই আদেশ জারী করা হইল। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আবদুল হান্নান
উপসচিব (রেজিঃ)।

বিচার শাখা-৭

আদেশাবলী

তারিখ, ০২ জুলাই ২০১৫

নং আর-৭/২এন-৪০/২০০২(অংশ-১)-৩৫১—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব মোঃ হাসিবুল ইসলাম, পিতা মাওলানা মোঃ আঃ গফুর মিয়া, মাতা মোসাঃ আনোয়ারা বেগম, গ্রাম কাটাখালী, ডাকঘর কাটাখালী, উপজেলা নলছিটি, জেলা ঝালকাঠী) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ঝালকাঠী জেলার নলছিটি উপজেলার মোল্লারহাট ইউনিয়নের অধিক্ষেত্রের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ বা তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

তারিখ, ২৮ জুলাই ২০১৫

ইং বিচার-৭/২এন-২৭/২০০৩-৩৭৯—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব মোঃ আরিফুজ্জামান, পিতা মোঃ ফারুকুল ইসলাম, মাতা মোছাঃ ছালেহা বেগম, গ্রাম মোল্যাডাঙ্গী শ্রীরামপুর, ডাকঘর কোড়কদি, উপজেলা মধুখালী, জেলা ফরিদপুর) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ফরিদপুর জেলার মধুখালী উপজেলার নবগঠিত কোড়কদি ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ বা তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

নং বিচার-৭/২এন-২৩৪/৭৭-৩৮১—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব মোঃ রোকনুজ্জামান, পিতা মৃত আবু সুফিয়ান, মাতা শামেলা বেগম, গ্রাম কুমারকোটা, ডাকঘর আড়পাড়া, উপজেলা শালিখা, জেলা মাগুরা) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে মাগুরা জেলার শালিখা উপজেলার ০৩ নং আড়পাড়া ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ বা তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

নং বিচার-৭/২এন-২৩৪/৭৭-৩৮২—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব ইমাম, পিতা ছালাম, মাতা হাসনা হেনা, গ্রাম হাটবাড়ীয়া, ডাকঘর বুনাগাতী, উপজেলা শালিখা, জেলা মাগুরা) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে মাগুরা জেলার শালিখা উপজেলার ০৬ নং বুনাগাতী ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ বা তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

নং বিচার-৭/২এন-৬৫/২০০৪-৩৮৩—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব মোঃ আবুল হোসেন, পিতা মোঃ আব্দুল কুদ্দুস, মাতা ছায়রা বেগম, গ্রাম বাঁশবাড়িয়া, ডাকঘর বাঁশবাড়িয়া, উপজেলা বাগাতিপাড়া, জেলা নাটোর) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নাটোর জেলার বাগাতিপাড়া উপজেলার ২নং জামনগর ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতিবস্থা থাকলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

তারিখ, ৬ আগস্ট ২০১৫

নং বিচার-৭/২এন-৪৪/৭৯-৪১৩—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব মোঃ হাবিবুল্লাহ, পিতা মোঃ আব্দুল আলী শিকদার, মাতা শামসুন্নাহার, গ্রাম বাহাদিয়া, ডাকঘর জয়মন্টপ, উপজেলা সিংগাইর, জেলা মানিকগঞ্জ) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে মানিকগঞ্জ জেলার সিংগাইর উপজেলার জয়মন্টপ ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতিবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

তারিখ, ৯ আগস্ট ২০১৫

নং বিচার-৭/২এন-৪৯/৭৫-৪১৬—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব মোঃ জাহিদুল ইসলাম, পিতা মোঃ শাহজাহান সিকদার, মাতা গোলেনুর বেগম, গ্রাম চরটবগী, ডাকঘর চতলিয়া, উপজেলা দৌলতখান, জেলা ভোলা) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ভোলা জেলার দৌলতখান উপজেলার ০১ নং মদনপুর ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

মোঃ জাহিদুল কবির
সিনিয়র সহকারী সচিব।

তথ্য মন্ত্রণালয়

টিভি-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২২ শ্রাবণ ১৪২২/৬ আগস্ট ২০১৫

নং ১৫.০০.০০০০.০২৪.০৪.০০১.১৪-৬৭১—বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের মহামান্য হাইকোর্ট ডিভিশনে দায়েরকৃত রীট নং ১৬৯৬/২০১৪ মামলায় গত ২৯-৪-২০১৪ ও ১৭-০২-২০১৪ তারিখের আদেশ এবং এর প্রেক্ষিতে গত ১৪-৫-২০১৪ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও ২৯-৫-২০১৪ তারিখে তথ্য মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গত ১৭ জুন ২০১৪ তারিখে গঠিত কমিটি নিম্নরূপভাবে স্থায়ী কমিটি হিসেবে পুনর্গঠন করা হলঃ

আহবায়ক

(১) অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রচার), তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

সদস্যবৃন্দ

(২) যুগ্মসচিব (আইন ও শৃঙ্খলা), তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

(৩) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের একজন প্রতিনিধি

(৪) বাংলা একাডেমির একজন প্রতিনিধি

(৫) বাংলাদেশ টেলিভিশনের একজন প্রতিনিধি

(৬) বাংলাদেশ বেতারের একজন প্রতিনিধি

(৭) এসোসিয়েশন অব টিভি চ্যানেল ওনার্স (এটকো) এর প্রতিনিধি

(৮) বেসরকারি বেতার কেন্দ্রসমূহের একজন প্রতিনিধি

(৯) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি

সদস্য-সচিব

(১০) সিনিয়র সহকারী সচিব (টিভি-২), তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

কমিটির কার্যপরিধি ঃ

(১) রীট নং-১৬৯৬/২০১৪ ও Suo Moto রুল নং-২৪/২০১২ এর আলোকে সরকারি ও বেসরকারি ইলেকট্রনিক গণমাধ্যম তথা সকল টেলিভিশন চ্যানেল ও বেতারে সংবাদ, অনুষ্ঠান ও উপস্থাপনায় বাংলার সাথে অহেতুক অন্যান্য ভাষার মিশ্রণ পরিহার করা ও ভাষাকে বিকৃত না করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের কার্যক্রম সমন্বয় করা, এ বিষয়ে বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেল ও বেতার থেকে প্রাপ্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা, এসব মাধ্যমকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান এবং প্রয়োজনীয় জরুরী বিষয় উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনা;

(২) উপর্যুক্ত বিষয়ে তথ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও এ সবের আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের গৃহীত কার্যক্রমের সাথে নিয়মিত সমন্বয় সাধন;

(৩) মহামান্য হাইকোর্ট ডিভিশনের রীট নং-১৬৯৬/২০১৪ মামলায় গত ২৯-৪-১৪ ও ১৭-০২-২০১৪ তারিখের আদেশ ও এর প্রেক্ষিতে গত ১৪-৫-২০১৪ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত এবং তথ্য মন্ত্রণালয়ে এতদসংক্রান্ত বিষয়ে ইতোমধ্যে অনুষ্ঠিত ও পরবর্তীতে অনুষ্ঠিতব্য সভাসমূহের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় অন্যান্য সকল কার্যক্রম গ্রহণ;

(৪) বাংলাদেশের সকল টেলিভিশন চ্যানেল ও বেতারসহ ইলেকট্রনিক গণমাধ্যমে ইংরেজি বিজ্ঞাপন ও মিশ্র ভাষার ব্যবহার বন্ধ করার প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ, অগ্রগতি পরিবীক্ষণ ও এ বিষয়ে অন্যান্য সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন;

(৫) সহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের Suo Moto রুল নং-২৪/২০১২ এর মাধ্যমে বাংলা ভাষার দূষণ, বিকৃত উচ্চারণ, বিদেশী ভাষার সুরে বাংলা উচ্চারণ রোধের বিষয়ে প্রদত্ত আদেশের আলোকে সমুদয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৬) কমিটি কর্তৃক প্রতি মাসে একটি সভা করা ও একটি করে প্রতিবেদন প্রদান।

২। গত ১৭ জুন ২০১৪ তারিখে জারিকৃত ১৫.০০.০০০০.০২৪.০৪.০০১.১৪-৪৫৭ নং প্রজ্ঞাপন এতদ্বারা বাতিল করা হল।

৩। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আখতারুজ্জামান তালুকদার
সিনিয়র সহকারী সচিব।

চলচ্চিত্র অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৭ শ্রাবণ ১৪২২/১১ আগস্ট ২০১৫

নং তম/চলচ্চিত্র-৪/২০০৯/৫২০—The Censorship of Films Act, 1963 {The Censorship of Films (Amendment) Act, 2006} এর ৩ ধারা এবং The Bangladesh Censorship of Films Rules, 1977 এর ৪ বিধি মোতাবেক ০১ (এক) বছরের জন্য নিম্নোক্তভাবে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড পুনর্গঠন করা হলো ঃ

চেয়ারম্যান

(১) সচিব ,তথ্য মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ

(২) অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), তথ্য মন্ত্রণালয়

(৩) প্রতিনিধি, আইন ও বিচার বিভাগ (কমপক্ষে যুগ্মসচিব পদমর্যাদার)

(৪) প্রতিনিধি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (কমপক্ষে যুগ্মসচিব পদমর্যাদার)

(৫) প্রধান নির্বাহী, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট

(৬) জনাব মুশফিকুর রহমান গুলজার, মহাসচিব, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র পরিচালক সমিতি

(৭) জনাব মোহাম্মদ শাহ আলম ভূঞা (কিরণ), চলচ্চিত্র পরিচালক

(৮) জনাব মোঃ আব্দুল জব্বার, মুক্তিযোদ্ধা ও সংগীত ব্যক্তিত্ব

(৯) জনাব আলতাফ মাহমুদ, সাংবাদিক

(১০) জনাব মোঃ আব্দুর রহমান, সভাপতি, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সাংবাদিক সমিতি

(১১) মিজ রোকেয়া রফিক বেবী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব

(১২) জনাব নাসিরউদ্দিন দিলু, চলচ্চিত্র প্রযোজক

(১৩) জনাব মোঃ ইফতেখারউদ্দিন (নওশাদ), চলচ্চিত্র প্রযোজক, পরিবেশক ও প্রদর্শক

(১৪) জনাব আসলাম সানি, কবি

সদস্য-সচিব

(১৫) ভাইস চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড

২। এ বোর্ডের কার্যক্রম The Censorship of Films Act, 1963 {The Censorship of Films (Amendment) Act, 2006}, The Bangladesh Censorship of Films Rules, 1977 এবং The Code for Censorship of Films in Bangladesh, 1985 অনুসারে পরিচালিত হবে।

৩। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড কর্তৃক আয়োজিত সেন্সর শো'র শতকরা ৭৫ ভাগ শো-তে সদস্যদের উপস্থিত থাকা আবশ্যক। পরপর ৩ (তিন)টি শো-তে যুক্তিসংগত কারণ ছাড়া অনুপস্থিত থাকলে সদস্য পদ বাতিল বলে গণ্য হবে।

৪। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ জারির তারিখ থেকে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

জি, এন, নজমুল হোসেন খান
উপসচিব।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

প্রশাসন-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৮ শ্রাবণ ১৪২২/২ আগস্ট ২০১৫

নং ৪২.০৩৭.০০.০০.১৬২.০২২.২০১২-৬২২—বিগত ১১ সেপ্টেম্বর ২০০০ তারিখের পাসম-উঃ ৫/বিবিধ-১৯/২০০০/৩৮৩ নং রিজউলিউশন বাতিলক্রমে গত ১২-০৫-২০১৫ খ্রিঃ তারিখের ৪২.০৩১.০২২.০০২.০০.০০.০২৫.২০১৫-৪০৫ নং প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে 'বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর' প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। প্রজ্ঞাপনটি ৪ জুন ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়। উক্ত প্রজ্ঞাপনের অনুচ্ছেদ-৭-এর (২) বিধান অনুযায়ী ক্রমিক নং (ড) তে সরকার কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট হাওড় এলাকার ৩ (তিন) জন মাননীয় সংসদ সদস্য, (ঢ) তে সরকার কর্তৃক মনোনীত ২ (দুই) জন পানি সম্পদ বিশেষজ্ঞ (ণ) তে সরকার কর্তৃক মনোনীত ২ (দুই) জন মৎস্য বিশেষজ্ঞ এবং (ত) তে সরকার কর্তৃক মনোনীত ২ (দুই) জন পরিবেশ বিশেষজ্ঞ, অন্তর্ভুক্তকরণসহ বাংলাদেশ হাওড় ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরকে দিকনির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে নিম্নোক্তভাবে বাংলাদেশ হাওড় ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপদেষ্টা পরিষদ পুনর্গঠন করা হইল ঃ

চেয়ারপারসন

(ক) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

সদস্য

(খ) মাননীয় মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়

কো-চেয়ারপারসন

(গ) মাননীয় মন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ

(ঘ) মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

(ঙ) মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

(চ) মাননীয় মন্ত্রী, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

(ছ) মাননীয় মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

(জ) মাননীয় মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়

(ঝ) মাননীয় মন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়

(ঞ) মাননীয় মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়

(ট) মাননীয় মন্ত্রী, বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

(ঠ) মাননীয় মন্ত্রী, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়

(ড) সরকার কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট হাওড় এলাকার ৩ (তিন) জন মাননীয় সংসদ সদস্য

(১) জনাব এম এ মান্নান, মাননীয় সংসদ সদস্য, সুনামগঞ্জ-৩

(২) বেগম রেবেকা মমিন, মাননীয় সংসদ সদস্য, নেত্রকোনা-৪

(৩) শেখ হেলাল উদ্দীন, মাননীয় সংসদ সদস্য, বাগেরহাট-১

(ঢ) সরকার কর্তৃক মনোনীত ২ (দুই) জন পানি সম্পদ বিশেষজ্ঞ

(১) ড. আইনুন নিশাত, অধ্যাপক, এমিরিটাস, ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয়

(২) ড. উম্মে কুলসুম নাভেরা, অধ্যাপক, পানি সম্পদ প্রকৌশল বিভাগ, বুয়েট

(ণ) সরকার কর্তৃক মনোনীত ২ (দুই) জন মৎস্য বিশেষজ্ঞ

(১) ড. মোঃ সাইফুদ্দিন শাহ, অধ্যাপক, ফিসারিজ এন্ড মেরিন রিসোর্স টেকনোলজি ডিসিপ্লিন, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

(২) ড. মোঃ আবদুল ওয়াহাব, অধ্যাপক, মৎস্য অনুষদ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

(ত) সরকার কর্তৃক মনোনীত ২ (দুই) জন পরিবেশ বিশেষজ্ঞ

(১) ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ, চেয়ারম্যান, স্কুল অব ইকোনোমিকস

(২) ড. এ আতিক রহমান, নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ সেন্টার ফর এডভান্সড স্ট্যাডিস

সদস্য-সচিব

(থ) সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

২। অধিদপ্তরের কার্যাবলী ঃ

(ক) হাওড় ও জলাভূমির সার্বিক ও সমন্বিত উন্নয়ন সাধনকল্পে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/সংস্থা এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে সমন্বয় ও সহযোগিতা প্রদান;

(খ) হাওড় ও জলাভূমির সার্বিক উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সমন্বিত মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন;

(গ) হাওড় ও জলাভূমির উন্নয়নের লক্ষ্যে স্থানীয় চাহিদার আলোকে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং প্রকল্পের আকার ও প্রকৃতি বিবেচনাপূর্বক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান অথবা অন্য কোন সংস্থার মাধ্যমে উহা বাস্তবায়ন;

(ঘ) হাওড় এলাকায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ পরিবীক্ষণ ও সমন্বয় এবং সংশ্লিষ্ট বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান; এবং

(ঙ) এই প্রজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার কর্তৃক সময় সময়, নির্ধারিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

৩। বাংলাদেশ হাওড় ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড পুনর্গঠন সংক্রান্ত পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ১৯-৮-২০০৯ খ্রিঃ তারিখের পাসম-উঃ-৫/বন্যা-২/২০০৪(অংশ-২)/২৭৯ নং প্রজ্ঞাপন এতদ্বারা বাতিল করা হইল।

৪। জনস্বার্থে এই প্রজ্ঞাপন জারি করা হইল এবং ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. জাফর আহমেদ খান
সচিব।

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

প্রশাসন-৩

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ৭ জুলাই ২০১৫

নং ২৮.০৮.০০০০.০১৩.২৮.০০৬.১২-১৮১—আদিষ্ট হয়ে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের আওতাধীন বিস্ফোরক পরিদপ্তর এর সাংগঠনিক কাঠামোর (TO&E) রাজস্বখাতে অস্থায়ীভাবে সৃজনকৃত নিম্নোক্ত ১০ (দশ) টি পদ এবং পদের পার্শ্বে বর্ণিত বেতনক্রমে ০১-০৬-২০১৫ তারিখ হতে স্থায়ীকরণে সরকারি মঞ্জুরি জ্ঞাপন করা হলঃ

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯
(১)	বিস্ফোরক পরিদর্শক	১ (এক) টি	১১,০০০–২০,৩৭০
(২)	সহকারী বিস্ফোরক পরিদর্শক	৩ (তিন) টি	১১,০০০–২০,৩৭০
(৩)	কারিগরী সহকারী	৪ (চার) টি	৫,৯০০–১৩,১২৫
(৪)	সাঁটলিপিকার/ব্যক্তিগত সহকারী	১ (এক) টি	৫,৫০০–১২,০৯৫
(৫)	গার্ড (নিরাপত্তা প্রহরী)	১ (এক) টি	৪,১০০–৭,৭৪০
	মোট=	১০ (দশ) টি	

২। এতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ০৬-০৪-২০১৫ তারিখের স্মারক নং ০৫.০০.০০০০.১৫০.১৫.০৩৫.৯৬ (অংশ)-৯৩ মূলে এবং অর্থ বিভাগের ৩১-৫-২০১৫ তারিখের স্মারক নং ০৭.১৫৬.০১৫.০৩.০২.০৪.২০০০-২২৩ মূলে সম্মতি প্রদান করা হয়েছে।

৩। মঞ্জুরিপত্র জারির পূর্বে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর (মাননীয় প্রধানমন্ত্রী) সদয় সম্মতি গ্রহণ করা হয়েছে।

সৈয়দা নওয়ারা জাহান
উপসচিব।

বিদ্যুৎ বিভাগ

পরিকল্পনা অনুবিভাগ

পরিকল্পনা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১১ আগস্ট ২০১৫

নং ২৭.০০.০০০০.০৮২.০২৪.০১৯.২০১৫-২১৩—পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিঃ (পিজিসিবি) কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য "Power Grid Network Strengthening Project under PGCB" শীর্ষক প্রকল্পের বিষয়ে M/s CCC Engineering Ltd., M/s Jiangsu Etern Company Ltd এবং M/s Fujian Electric Power Engineering Company এর সমন্বয়ে গঠিত consortium-এর সাথে বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে নেগোশিয়েশনের জন্য এ বিভাগের ২১-০৬-২০১৫ তারিখের ২৭.০০.০০০০.০৮২.০২৪.০১৯.২০১৫.১৬৪ নং প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে গঠিত কমিটি-টি নিম্নরূপভাবে পুনর্গঠন করা হলো ঃ

আহবায়ক

(১) সদস্য (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড

সদস্যবৃন্দ

(২) উপ-প্রধান, বিদ্যুৎ বিভাগ

(৩) অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের প্রতিনিধি

(৪) প্রধান প্রকৌশলী (সিস্টেম অপারেশন), পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিঃ

(৫) প্রধান প্রকৌশলী (উন্নয়ন), ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিঃ

(৬) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সঞ্চালন লাইন নক্সা), পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিঃ

সদস্য-সচিব

(৭) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পরিকল্পনা), পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিঃ

২। কমিটির কার্যপরিধি ও শর্তাবলী অপরিবর্তীত থাকবে।

৩। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ প্রজ্ঞাপন জারি করা হলো।

মুহাম্মদ চিশতী আশেক
সহকারী প্রধান।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ১৯ শ্রাবণ ১৪২২/৩ আগস্ট ২০১৫

নং ৩৯.০১২.০০২.০১.০৩.০২২.২০১৫-৩০৭—২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (NST) ফেলোশিপের আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই, আবেদনকারীদের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ এবং মেধা তালিকা প্রণয়নের জন্য **ভৌত, জৈব ও অজৈব বিজ্ঞান, প্রকৌশল ও পরিবেশ বিজ্ঞান, নবায়নযোগ্য শক্তি বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, ন্যানোটেকনোলজী ও লাগসই প্রযুক্তি বিষয়ক কমিটি** গঠন করা হলো ঃ

আহবায়ক

(১) অধ্যাপক ড. আবু হাসান ভূঁইয়া, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

সদস্যবৃন্দ

(২) অধ্যাপক ড. ফরিদ আহমেদ, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা

(৩) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, ফলিত রসায়ন ও কেমিকৌশল বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

(৪) নাজমা বেগম, উপ-বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সদস্য-সচিব

(৫) মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, সহকারী সচিব, শাখা-১২, বিজ্ঞান ও প্রযুক্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং ৩৯.০১২.০০২.০১.০৩.০২২.২০১৫-৩০৮—২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (NST) ফেলোশিপের আবেদনপত্র যাচাই-বাচাই, আবেদনকারীদের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ এবং মেধা তালিকা প্রণয়নের জন্য **জীব বিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ক কমিটি** গঠন করা হলো ঃ

আহবায়ক

(১) অধ্যাপক ড. সাবিতা রিজওয়ানা রহমান, অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

সদস্যবৃন্দ

(২) অধ্যাপক ড. মোঃ গোলাম মোস্তফা, মৎস্য বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

(৩) অধ্যাপক ডাঃ সৈয়দ মোজাফফর আহমেদ, ফিজিক্যাল মেডিসিন এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, শাহবাগ, ঢাকা

(৪) নাজমা বেগম, উপ-বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সদস্য-সচিব

(৫) মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, সহকারী সচিব শাখা-১২, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং ৩৯.০১২.০০২.০১.০৩.০২২.২০১৫-৩০৯—২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (NST) ফেলোশিপের প্রাপ্ত আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই, আবেদনকারীদের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ এবং নবায়নের সুপারিশ প্রদানের জন্য **ফেলোশিপ নবায়ন কমিটি** গঠন করা হলো ঃ

আহবায়ক

(১) অধ্যাপক ড. এ,এম,এম, তৌফিকুল আনোয়ার প্রধান, পুরকৌশল বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

সদস্যবৃন্দ

(২) অধ্যাপক ড. মোঃ ইমদাদুল হক উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

(৩) অধ্যাপক ড. কামাল উদ্দিন আহাম্মদ, এগ্রিকালচারাল বোটানী বিভাগ, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

(৪) নাজমা বেগম, উপ-বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সদস্য-সচিব

(৫) মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, সহকারী সচিব, শাখা-১২, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সিদ্দিকুর রহমান
সহকারী সচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়
জরিপ শাখা-২

বিজ্ঞপ্তিসমূহ

তারিখ, ২৮ শ্রাবণ ১৪২২/১২ আগস্ট ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩১.০০৬.২০১৪-৩০৩—১৯৫৫ সনের প্রজাস্বত্ব বিধিমালার ৩৪(২) বিধি মোতাবেক বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪ ধারার ৭ নং উপধারা মোতাবেক নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে:

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	জে, এল নং	উপজেলার নাম	জেলা
১	২	৩	৪	৫
(১)	বেতসান্দি	৩৪	বিশ্বনাথ	সিলেট
(২)	খুরমা	৩৭	বিশ্বনাথ	সিলেট
(৩)	বাউরভাগ হাওড়	২৪	জৈন্তাপুর	সিলেট
(৪)	হেলিরাই	৩৪	জৈন্তাপুর	সিলেট
(৫)	ভিত্রিখেল উত্তর	৫৬	জৈন্তাপুর	সিলেট
(৬)	ভিত্রিখেল পশ্চিম	৬১	জৈন্তাপুর	সিলেট
(৭)	উত্তর কাঞ্জর	১২৩	জৈন্তাপুর	সিলেট
(৮)	রুহিলাকান্দি হাওড়	১২৬	জৈন্তাপুর	সিলেট

১	২	৩	৪	৫
(৯)	পনাটুক	১৩৩	জৈন্তাপুর	সিলেট
(১০)	গ্রামতলা	৭৫	বালাগঞ্জ	সিলেট
(১১)	সাইলদা	৮৭	বালাগঞ্জ	সিলেট
(১২)	চান্দাইরপাড়া	১২০	বালাগঞ্জ	সিলেট
(১৩)	হায়দরপুর	২১২	বালাগঞ্জ	সিলেট
(১৪)	নিয়ামতপুর	২১৩	বালাগঞ্জ	সিলেট
(১৫)	শ্রীনাথপুর	২২৩	বালাগঞ্জ	সিলেট
(১৬)	কালীনগর	১১	কানাইরঘাট	সিলেট
(১৭)	ঢাকনাইল পূর্ব	৬৪	কানাইরঘাট	সিলেট
(১৮)	ঢাকনাইল দক্ষিণ	৬৫	কানাইরঘাট	সিলেট
(১৯)	পশ্চিম আগফৌদ	৭২	কানাইরঘাট	সিলেট
(২০)	আগফৌদ নারায়ণপুর পশ্চিম	১০৭	কানাইরঘাট	সিলেট
(২১)	বাঁশবাড়ী	১০৮	কানাইরঘাট	সিলেট
(২২)	হালাবাদী ৩য় খন্ড	১২৪	কানাইরঘাট	সিলেট
(২৩)	নিজবাউরভাগ পশ্চিম	১৩৬	কানাইরঘাট	সিলেট
(২৪)	কায়েথ গাম	১৩৮	কানাইরঘাট	সিলেট
(২৫)	নিজ বড়দেশ দক্ষিণ	১৪০	কানাইরঘাট	সিলেট
(২৬)	মৌনগর	১৯৪	কানাইরঘাট	সিলেট
(২৭)	রামপুর পূর্ব	২০২	কানাইরঘাট	সিলেট
(২৮)	জয়ফৌদ	২১০	কানাইরঘাট	সিলেট
(২৯)	পরকুরি বিলর পার	১২৬	গোয়াইনঘাট	সিলেট
(৩০)	উলুউরি	১৩০	বিয়ানীবাজার	সিলেট
(৩১)	লক্ষীপুর	৮	কমলগঞ্জ	মৌলভীবাজার
(৩২)	লক্ষীপুর	২২	কমলগঞ্জ	মৌলভীবাজার
(৩৩)	বিক্রমকলস	৩০	কমলগঞ্জ	মৌলভীবাজার
(৩৪)	সাড়িকান্দি	৮৪	বড়লেখা	মৌলভীবাজার
(৩৫)	বরৈতলী	৭৪	জুড়ী	মৌলভীবাজার
(৩৬)	খলিলপুর	২০	মৌলভীবাজার সদর	মৌলভীবাজার
(৩৭)	রায়পুর	৬৮	মৌলভীবাজার সদর	মৌলভীবাজার
(৩৮)	আটগাঁও	১১৪	মৌলভীবাজার সদর	মৌলভীবাজার
(৩৯)	বাঘুয়া	১২২	মৌলভীবাজার সদর	মৌলভীবাজার
(৪০)	পার্ট অব দিনারপুর হিলস	১২৯	মৌলভীবাজার সদর	মৌলভীবাজার
(৪১)	রাধাকান্তপুর	১৬৯	মৌলভীবাজার সদর	মৌলভীবাজার
(৪২)	চান্দলীপাড়া	১০০	ধর্মপাশা	সুনামগঞ্জ
(৪৩)	বংশীকুন্ডা	১১৯	ধর্মপাশা	সুনামগঞ্জ
(৪৪)	সরিপপুর	১৩৩	ধর্মপাশা	সুনামগঞ্জ
(৪৫)	মকছদপুর	১৪৪	ধর্মপাশা	সুনামগঞ্জ

১	২	৩	৪	৫
(৪৬)	চরনোসানপুর	৫৮	ছাতক	সুনামগঞ্জ
(৪৭)	বল্লভপুর	৬৫	ছাতক	সুনামগঞ্জ
(৪৮)	উত্তর নাকেশ্বর	২২৩	ছাতক	সুনামগঞ্জ
(৪৯)	বাড়িগাঁও	২২৫	ছাতক	সুনামগঞ্জ
(৫০)	সরিষাপাড়া	২৬০	ছাতক	সুনামগঞ্জ
(৫১)	বড় মোহাম্মদপুর	২২	জগন্নাথপুর	সুনামগঞ্জ
(৫২)	ইসহাকপুর বাদে	৫৬	জগন্নাথপুর	সুনামগঞ্জ
(৫৩)	শাসন হবি	৭৭	জগন্নাথপুর	সুনামগঞ্জ
(৫৪)	রৌডর	২৫১	জগন্নাথপুর	সুনামগঞ্জ
(৫৫)	মিঠা ভরাঙ্গ চক	২৫৬	জগন্নাথপুর	সুনামগঞ্জ
(৫৬)	দেওতৈল	১২৫	নবীগঞ্জ	হবিগঞ্জ
দুল্লভপুর	১৪২	নবীগঞ্জ	হবিগঞ্জ	
(৫৯)	মুল্লারাই	১৬৯	নবীগঞ্জ	হবিগঞ্জ
(৬০)	কায়স্তগাঁও	২০০	নবীগঞ্জ	হবিগঞ্জ
(৬১)	মুড়াকরি	৭০	লাখাই	হবিগঞ্জ

তারিখ, ৮ ভাদ্র ১৪২২/২৩ আগস্ট ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.০৩১.০০৮.২০১৪-৩১৩ —১৯৫৫ সনের প্রজাস্বত্ব বিধিমালার ৩৪(২) বিধি মোতাবেক বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪ ধারার ৭ নং উপধারা মোতাবেক নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্ত ভাবে প্রকাশ করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	জে, এল নং	উপজেলার নাম	জেলা
(১)	অমাবশ্যাখালী	১৫	মহেশখালী	কক্সবাজার
(২)	মহম্মদ খালী	৩০	চন্দনাইশ	চট্টগ্রাম

নং ৩১.০০.০০০০.০৩৬.০৪৯.১৩.১৫-৩১৪—১৯৫৫ সনের প্রজাস্বত্ব বিধিমালার ৩৪(২) বিধি মোতাবেক বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪ ধারার ৭ নং উপধারা মোতাবেক নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে :

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	জে, এল নং	উপজেলার নাম	জেলা
(১)	দক্ষিণ হ্নিলা	০৫	টেকনাফ	কক্সবাজার
(২)	টেকনাফ	০৯	টেকনাফ	কক্সবাজার

মোঃ রফিকুল ইসলাম
উপসচিব।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

মৎস্য-১ অধিশাখা

আদেশ

তারিখ, ২০ জুলাই ২০১৫

নং ৩৩.০০.০০০০.১২৬.০১.০৪০.১২-৪৩৫—যেহেতু, জনাব মোঃ মাসুদ সিদ্দিক, মূল্যায়ন কর্মকর্তা, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা ১১-১২-২০০৮ তারিখ হতে ১০-০৩-২০০৯ তারিখ পর্যন্ত অসুস্থতাজনিত কারণ দেখিয়ে ০৩ (তিন) মাসের অর্জিত ছুটির আবেদন করে কর্মস্থল ত্যাগ করেন এবং গত ৩০-৪-২০০৯ তারিখে শারীরিক এবং মানসিকভাবে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ততার কথা উল্লেখপূর্বক অক্ষমতাজনিত পেনশনের আবেদন করেন। তৎপ্রেক্ষিতে মেডিক্যাল বোর্ড কর্তৃক অক্ষমতাজনিত সার্টিফিকেট প্রেরণের জন্যে এ মন্ত্রণালয় হতে মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তরকে পত্র প্রেরণ করা হয়। মৎস্য অধিদপ্তর তাঁর ২৩-৪-২০১২ তারিখের ৪২৯ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে মেডিক্যাল বোর্ড কর্তৃক পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য অনুরোধ করেন;

যেহেতু, জাতীয় বক্ষব্যাধি ইনস্টিটিটিউট ও হাসপাতাল, মহাখালী, ঢাকা কর্তৃক ০৭-০৬-২০১২ তারিখের ১০৯৬ সংখ্যক স্মারকমূলে জনাব মোঃ মাসুদ সিদ্দিক-কে ১৬-০৬-২০১২ তারিখে মেডিক্যাল বোর্ডে হাজির হয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার জন্য পত্র প্রেরণ করা হয় এবং তিনি স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য মেডিক্যাল বোর্ডে হাজির হননি। পুনরায় ২৬-০৬-২০১২ তারিখে মেডিক্যাল বোর্ডে হাজির হয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার জন্য তাঁকে নির্দেশ প্রদান করা হলেও তিনি পরীক্ষার জন্য হাজির হননি;

যেহেতু, তিনি বিগত ১১-১২-২০০৮ তারিখ হতে ১০-০৩-২০০৯ তারিখ পর্যন্ত অসুস্থতাজনিত কারণ দেখিয়ে ছুটির আবেদন অনুমোদন ব্যতিরেকে কর্মস্থল ত্যাগ করেন। বিনানুমতিতে অনুপস্থিত থাকাকালীন ০১-০৪-২০০৯ তারিখ হতে অসুস্থতাজনিত কারণে অক্ষমতাজনিত পেনশনের আবেদন করেন এবং পরবর্তীতে মেডিক্যাল বোর্ড কর্তৃক স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য বারবার নোটিশ প্রদান করা সত্ত্বেও তিনি মেডিক্যাল বোর্ডে হাজির হননি। ফলে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩ এর (বি) এবং (সি) বিধি মোতাবেক অসদাচরণ ও ডিজারশন এর অভিযোগ আনয়ন করে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রস্তুত করা হয়। উক্ত অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী তাঁর দাপ্তরিক ও স্থায়ী ঠিকানায় প্রেরণ করা হয় এবং ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা তাও জানাতে বলা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত অভিযোগনামার জবাব দাখিল করেননি এবং ব্যক্তিগত শুনানিও প্রার্থনা করেননি। অতঃপর সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৭(৩) বিধি অনুযায়ী তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর বিধি ৩ এর (বি) এবং (সি) বিধি অনুযায়ী অসদাচরণ ও ডিজারশনের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন;

যেহেতু, জনাব মোঃ মাসুদ সিদ্দিক এর বিরুদ্ধে অসদাচরণ ও ডিজারশনের অভিযোগ প্রমাণিত হয় এবং তাঁকে কেন গুরুদণ্ড হিসেবে চাকরি হতে বরখাস্ত করা হবে না, সে বিষয়ে ২য় কারণ দর্শানো নোটিশ জারী করা সত্ত্বেও তিনি ২য় কারণ দর্শানো নোটিশের কোন জবাব দাখিল করেননি; এবং

যেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩ এর (বি) এবং (সি) বিধি মোতাবেক অসদাচরণ ও ডিজারশনের অপরাধে উক্ত বিধির ৪(৩)(ডি) বিধি মোতাবেক গুরুদণ্ড হিসেবে চাকরি হতে বরখাস্ত করার বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনকে অনুরোধ করা হয়। বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশ একই বিধিমালা ৪(৩)(ডি) বিধি মোতাবেক অভিযুক্তকে সরকারি চাকরি হতে বরখাস্ত (Dismissal From Service) করার প্রস্তাবের সাথে একমত পোষণ করে।

সেহেতু, এক্ষণে জনাব মোঃ মাসুদ সিদ্দিক, মূল্যায়ন কর্মকর্তা, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমারা, ১৯৮৫ এর ৩ এর (বি) এবং (সি) বিধি মোতাবেক অসদাচরণ ও ডিজারশনের অভিযোগে একই বিধিমালার ৪(৩)(ডি) বিধি মোতাবেক গুরুদণ্ড হিসেবে বিনানুমতিতে কর্মস্থল ত্যাগের তারিখ থেকে অর্থাৎ ১১-১২-২০০৮ তারিখ থেকে তাঁকে সরকারি চাকরি হতে বরখাস্ত (Dismissal From Service) করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শেলীনা আফরোজা, পিএইচডি
সচিব।

প্রাণিসম্পদ-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৫ শ্রাবণ ১৪২২/৩০ জুলাই ২০১৫

নং **৩৩.০১.০০০০.১১৮.১৬.০০৫.১১-৩৭২**—প্রাণিরোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা জোরদার এবং জনস্বাস্থ্য ও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার আওতায় "প্রাণিরোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ" প্রকল্পের জরুরী কার্যক্রম হিসেবে (১) ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, সিলেট, (২) তামাবিল স্থলবন্দর গোয়াইনঘাট, সিলেট, (৩) জকিগঞ্জ স্থলবন্দর, জকিগঞ্জ, সিলেট, (৪) সুতারকান্দি স্থলবন্দর, বিয়ানীবাজার, সিলেট, (৫) বিটুলী স্থলবন্দর, জুড়ি, মৌলভীবাজার, (৬) বুড়িমারি স্থালবন্দর, পাটগ্রাম, লালমনিরহাট, (৭) বিরল স্থলবন্দর, বিরল, দিনাজপুর-এ কোয়ারেন্টাইন স্টেশন চালু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। প্রজ্ঞাপন জারীর তারিখ থেকে উপরোক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু বলে গণ্য হবে। উক্ত বন্দরসমূহে স্থাপিত কোয়ারেন্টাইন স্টেশনসমূহে আমদানিকৃত/রপ্তনিকৃত সমুদয় পশু-পাখি, প্রাণী ও প্রাণিজাত পণ্য বিধি ও নিয়মানুযায়ী বাধ্যতামূলক সংগনিরোধ অবস্থায় রাখাসহ নিম্নবর্ণিতভাবে প্রাসঙ্গিক পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক কোয়ারেন্টাইন সার্টিফিকেট প্রদান করতে হবেঃ

(ক)

(১) ভেটেরিনারি বিশেষজ্ঞ দ্বারা Physical test সহ সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট ও ডকুমেন্টসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা;

(২) প্রয়োজনে উপযুক্ত Laboratory তে Laboratory test করা;

(৩) পশু-পাখিকে রোগের সুপ্তীকাল পর্যন্ত সংগনিরোধ অবস্থায় রাখা;

(৪) মানুষের খাদ্য হিসেবে আমদানিকৃত প্রাণী ও প্রাণিজাত পণ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে খাওয়ার অনুপযোগী বিবেচিত হলে বিধি মোতাবেক ধ্বংস করা;

(৫) প্রাণী ও প্রাণিজাত খাদ্যপণ্য প্রাণির খাধ্য হিসেবে পরীক্ষান্তে উপযুক্ত বিবেচিত না হলে বিধি মোতাবেক ধ্বংস করা;

(৬) মানুষ ও পশুস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর Druy কেমিক্যাল দ্রব্যাদি বা অন্য কোন ধরনের ক্ষতিকর দ্রব্যাদি বা কোন দ্রব্যে মাত্রাতিরিক্ত ক্ষতিকর ভাইরাস, ব্যকটেরিয়া, ফাংগাল, BSE/TSE, poison, Radio-active Substances ইত্যাদি পাওয়া গেলে পরীক্ষাপূর্বক যথাযথ ব্যবস্থ গ্রহণ;

(৭) রপ্তানিযোগ্য পণ্যের ক্ষেত্রে উপরোক্ত কার্যাবলী ছাড়াও যে দেশে রপ্তানি করা হবে সে দেশের বিশেষ Safety বা কোন শর্তাবলী থাকলে তা যথাযথভাবে পরীক্ষান্তে নিশ্চিত করা;

(খ) প্রাণিসম্পদ কোয়ারেন্টাইন স্টেশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত কোয়ারেন্টাইন সার্টিফিকেট প্রাপ্তির পর শুল্ক কর্তৃপক্ষ বিধি মোতাবেক পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নিগার সুলতানা
সিনিয়র সহকারী সচিব।

[একই তারিখ ও নম্বরের স্থলাভিষিক্ত]

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

ক্রীড়া-২ অধিশাখা

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ২৫ শে শ্রাবণ ১৪২২/৯ আগস্ট ২০১৫

নং ৩৪.০২.০২০০.০৮০.২৮.০০১.০৯-৪৪৮—আদিষ্ট হয়ে জানাচ্ছি যে, ক্রীড়া পরিদপ্তরের আওতাধীন বরিশাল ও ময়মনসিংহ শারীরিক শিক্ষা কলেজের সংগঠন ও সরঞ্জাম তালিকায় (TO&E)-তে ০২(দুই)টি মাইক্রোবাস অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং ০৫.১৫৩.০১৫.০১.০৩.০১৬.২০১৫-১০৩ তারিখঃ ২৯ এপ্রিল ২০১৫ ও অর্থ বিভাগের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ অধিশাখা-৬ এর স্মারক নং ০৭.১৫৬.০২৮.০৮.০২.০১.২০০২-২৭৫ তারিখঃ ১-৭-২০১৫ খ্রিস্টাব্দের সম্মতি এবং স্মারক নং ৩৪.০২.০২০০.০৮০.৩৫.০০৭.১৫.৪৩১ তারিখ: ১৩ জুলাই ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় অনুমোদনের প্রেক্ষিতে বরিশাল ও ময়মনসিংহ সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজের সংগঠন ও সরঞ্জাম তালিকায় (TO&E)-তে ০২ (দুই) টি মাইক্রোবাস অন্তর্ভুক্ত করছি।

মোরশেদা আখ্‌তার
সহকারী সচিব।

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

তদন্ত ও শৃঙ্খলা অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখঃ ১৯ শ্রাবণ ১৪২২/ ৩ আগস্ট ২০১৫

নং ৩৫.০০.০০০০.০২৮.২৭.০০৬.১৫-২২৯—যেহেতু জনাব এস. এম. কামরুজ্জামান (পরিচিতি নম্বর ৬০১৮৫২), উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (চঃদাঃ) (সাময়িকভাবে বরখাস্তকৃত), প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর সংলগ্ন ছুটি, প্রশিক্ষণ ও প্রেষণজনিত সংরক্ষিত (সিভিল) পদ, ঢাকা মধূপুর সড়ক উপ-বিভাগ, টাঙ্গাইলে কর্মরত থাকাকালীন ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের জয়দেবপুর-টাঙ্গাইল-জামালপুর সড়কের ১১৯তম (অংশ) থেকে ১২৭তম (অংশ) কিলোমিটারে বিটুমিনাস কার্পেটিং দ্বারা পটহোলস মেরামত কাজের বিল গত ১১-৮-২০১১ তারিখে স্বাক্ষর করে প্রায় ৩(তিন) বছর পর অর্থাৎ ০৪-০৬-২০১৪ তারিখে বিলটি টাঙ্গাইল সড়ক বিভাগে প্রেরণ করেন;

যেহেতু দীর্ঘ ৩(তিন) বছর পর উক্ত বিলটি টাঙ্গাইল সড়ক বিভাগে প্রেরণ করে দায়িত্ব পালনে চরম অবহেলা ও অদক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন এবং এতে সরকারের জন্য বিব্রতকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে;

যেহেতু উপর্যুক্ত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ২ (এফ) এর সংজ্ঞা অনুযায়ী অসদাচরণ হওয়ায় একই বিধিমালার ৩ (বি) বিধি অনুযায়ী অসদাচরণ এর অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয় এবং বিভাগীয় মামলা নম্বর ০৩/২০১৫ রুজু করা হয়;

যেহেতু উপর্যুক্ত কার্যকলাপের জন্য কেন একই বিধিমালার ৪(৩)(ডি) বিধি অনুযায়ী চাকুরী হতে বরখাস্ত (dismissal from service) করা হবে না বা উপযুক্ত অন্য কোন শাস্তি প্রদান করা হবে না তা অভিযোগনামা প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্য দিবসের মধ্যে লিখিতভাবে জানানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। তিনি ব্যক্তিগত শুনানীর মাধ্যমে কোন কিছু জ্ঞাত করাতে চান কি-না অথবা বক্তব্যের সমর্থনে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপন করতে চান কি-না তাও লিখিত জবাবে উল্লেখ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু তিনি গত ১৮-২-২০১৫ তারিখে জবাব দাখিল করে ব্যক্তিগত শুনানীর আগ্রহ প্রকাশ করলে গত ০৯-০৩-২০১৫ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু লিখিত জবাব ও শুনানীকালে প্রদত্ত বক্তব্য সন্তোষজনক না হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৭(২)(সি) মোতাবেক বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য এ বিভাগের সিনিয়র সহকারী সচিব জনাব অপূর্ব কুমার মন্ডল-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তব্যে অবহেলার অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে উল্লেখপূর্বক মতামতসহ তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন;

যেহেতু অভিযোগনামা, অভিযোগ বিবরণী, লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানীর সময় প্রদত্ত জবানবন্দি ও তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে তাঁর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অসদাচরণের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। আরো প্রতীয়মান হয় যে অভিযোগের ধরন ও প্রকৃতি অনুযায়ী তাঁর লঘুদণ্ড প্রাপ্য।

সেহেতু, এক্ষণে সার্বিক বিবেচনায় জনাব এস. এম. কামরুজ্জামান (পরিচিত নম্বর ৬০১৮৫২), উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (চঃদাঃ) (সাময়িকভাবে বরখাস্তকৃত), প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর সংলগ্ন ছুটি, প্রশিক্ষণ ও প্রেষণজনিত সংরক্ষিত (সিভিল) পদ, ঢাকা-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(২))(বি) অনুযায়ী লঘূদণ্ড হিসেবে একটি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি পরবর্তী বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির তারিখ হতে ১ (এক) বছরের জন্য স্থায়ীভাবে স্থগিত করা হল। ভবিষ্যতে স্থগিত বেতন বৃদ্ধি আর দাবী করতে পারবেন না।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এম, এ, এন, ছিদ্দিক
সচিব।

সওজ গেজেটেড সংস্থাপন শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৬ জুলাই ২০১৫

নং ৩৫.০২২.০১৫.০০.০০.০৪১.২০০৯-৫৭৪—শেখ মোহাম্মদ শফিকুল আলম (০০৫০০৬), নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর সংলগ্ন ছুটি, প্রশিক্ষণ ও প্রেষণজনিত সংরক্ষিত (সিভিল) পদ, ঢাকা-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ১১(১) বিধি মোতাবেক চাকরি থেকে ২৬-০৪-২০১৫ তারিখ হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হল।

২। প্রচলিত বিধি মোতাবেক তিনি খোরাকী ভাতা প্রাপ্য হবেন।

৩। এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এম, এ, এন, ছিদ্দিক
সচিব।

সম্পত্তি শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৪ আগস্ট ২০১৫/২০ শ্রাবণ ১৪২২

নং ৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৭.০০১.১০-২০০—সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সিলেট সড়ক বিভাগাধীন মৌলভীবাজার-রাজনগর-ফেঞ্চুগঞ্জ-সিলেট (এন-২০৮) মহাসড়কের ৫৩তম কিলোমিটারে অবস্থিত পারাইরচক গোল চত্বরটির নাম "মুক্তিযোদ্ধা সিরাজ উদ্দিন চত্বর" নামে সরকার নামকরণ করিলেন।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ গোলাম জিলানী
সহকারী সচিব।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
অধিশাখা-৪

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১০ ভাদ্র ১৪২২/২৫ আগস্ট ২০১৫

নং সবিম/শাঃ ৩/২-২/২০০০/৩৩৫—কপিরাইট আইন, ২০০০ (২০০৫ সালে সংশোধিত) এবং কপিরাইট বিধিমালা-২০০৬ এর আলোকে সরকার নিম্নরূপভাবে আগামী ১৮-০৯-২০১৫ তারিখ থেকে তিন বছরের জন্য কপিরাইট বোর্ড পুনর্গঠন করল :

চেয়ারম্যান

(১) অতিরিক্ত সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ

(২) পরিচালক, আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর

(৩) রেজিস্ট্রার, পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর

(৪) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট যুগ্মসচিব

(৫) পরিচালক-৩, ডব্লিউটিও সেল, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

(৬) জনাব মুহম্মদ নুরুল হুদা, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ রাইটার্স ক্লাব, ঢাকা

(৭) জনাব মোস্তফা জব্বার, সত্ত্বাধিকারী, আনন্দ কম্পিউটারস, ঢাকা

২। কপিরাইট অফিসের রেজিস্ট্রার বোর্ডের সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

হোসনেআরা আক্তার
উপসচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
আইন অধিশাখা-৩

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২১ শ্রাবণ ১৪২২/৫ আগস্ট ২০১৫

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০২.১৫-৪৬৫—পটুয়াখালী জেলার গলাচিপা থানার সাধারণ ডায়রী নং-৩৯৮, তারিখ-০৯-০৪-২০১৫ খ্রিঃ মোতাবেক আটখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক কিশোর কুমার ভূঁইয়া ক্লাসে পাঠদানকালে ইসলাম ধর্মসহ অন্যান্য ধর্ম নিয়ে কটুক্তিমূলক কথাবার্তা বলেন। তিনি বলেন ধর্ম বলে কিছুই নেই, ধর্ম জঙ্গিবাদ সৃষ্টি করে। উক্ত ঘটনার প্রেক্ষিতে ছাত্রছাত্রীরা ক্লাস বর্জন করে বিষয়টি স্থানীয় লোকদেরকে জানালে সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। উক্ত ঘটনা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত বিধায় পেনাল কোড, ১৮৬০ এর ২৯৫-ক ধারায় মামলা রুজুর লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ১৯৬ ধারার অধীন সরকারের অনুমোদন (Sanction) নির্দেশক্রমে এতদ্‌দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ খায়রুল আলম সেখ
উপসচিব।

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ২৯ শ্রাবণ ১৪২২/১৩ আগস্ট ২০১৫

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০১০.১৪-৪৮৬—ডিএমপি, ঢাকার রামপুরা থানার মামলা নম্বর-১৫, তারিখ-২১-০৩-২০১৫ খ্রিঃ সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৬(২)(ক)(অ) (আ)(ই) ধারায় রামপুরা থানাধীন হাতিরঝিল ৩নং ঘাটের সামনে রাস্তার উপর বাংলাদেশের জননিরাপত্তা বিপন্ন করার জন্য এবং আতংক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পিকআপ গাড়ীতে পেট্রোল ঢেলে অগ্নিসংযোগ করে ক্ষতিসাধন ও প্ররোচনা করার অভিযোগ বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ধারা ৪০ উপ-ধারা (২) এর বিধান মোতাবেক সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) এতদ্‌দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

তারিখ, ০১ ভাদ্র ১৪২২/১৬ আগস্ট ২০১৫

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০৩.০০২.১৫-৪৮৭—কুমিল্লা জেলার কোতোয়ালী মডেল থানার মামলা নম্বর-১৩৯, তারিখ-৩০-১২-২০১৪ খ্রিঃ সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী/১৩) এর ৬(২)/১২ ধারায় মামলার আসামীগণ মারাত্মক অস্ত্রে-সস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে জনসাধারণের মধ্যে আতংক সৃষ্টি করে সন্ত্রাসী

কর্মকাণ্ড করা এবং সরকারি কর্মচারীকে কর্তব্য পালনে বাঁধা প্রদান করতঃ সাধারণ ও গুরুতর জখম করার অভিযোগ তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ধারা ৪০ উপ-ধারা (২) এর অধীন সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) এতদ্‌দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০৩.০০২.১৫-৪৮৮—কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম থানার মামলা নম্বর-১৩, তারিখ-০৮-০১-২০১৫ খ্রিঃ সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী/২০১৩) এর ৬(২) এর (অ)(ই)/১২ ধারায় মামলার আসামীগণ পরস্পর যোগসাজসে জননিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব বিপন্ন করার জন্য আতংক সৃষ্টির মাধ্যমে ইট-পাটকেল ও বোমা নিক্ষেপ করে ট্রাক চালককে হত্যার চেষ্টা, ট্রাকে অগ্নিসংযোগ করা, যানবাহনের ক্ষতিসাধন এবং জনসাধারণে স্বাভাবিক কাজকর্ম থেকে বিরত রাখার অভিযোগ তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ধারা ৪০ উপ-ধারা (২) এর অধীন সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) এতদ্‌দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০৩.০০২.১৫-৪৮৯—কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম থানার মামলা নম্বর-২৩, তারিখ-১১-০১-২০১৫ খ্রিঃ সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী/২০১৩) এর ৬(২) এর (অ)(ই)/১২ ধারায় মামলার আসামীগণ পরস্পর যোগসাজসে জননিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব বিপন্ন করার জন্য আতংক সৃষ্টির মাধ্যমে ইট-পাটকেল ও বোমা নিক্ষেপ করে যানবাহনের ক্ষতি ও ড্রাইভারকে হত্যার চেষ্টা ও সাধারণ কাজকর্ম থেকে বিরত রাখার অভিযোগ তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ধারা ৪০ উপ-ধারা (২) এর অধীন সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) এতদ্‌দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০৩.০০২.১৫-৪৯০—কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম থানার মামলা নম্বর-২১, তারিখ-১১-০১-২০১৫ খ্রিঃ সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী/২০১৩) এর ৬(২) এর (অ)(ই)/১২ ধারায় মামলার আসামীগণ পরস্পর যোগসাজসে জননিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব বিপন্ন করার জন্য আতংক সৃষ্টির মাধ্যমে ইট-পাটকেল ও বোমা নিক্ষেপ করে ট্রাক ও সিএনজি চালককে হত্যার চেষ্টা ও জনসাধারণকে স্বাভাবিক কাজকর্ম থেকে বিরত রাখার অভিযোগ তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ধারা ৪০ উপ-ধারা (২) এর অধীন সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) এতদ্‌দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০৩.০০২.১৫-৪৯১—কুমিল্লা জেলার বড়িচং থানার মামলা নম্বর-১২, তারিখ-১০-০৩-২০১৫ খ্রিঃ সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী/২০১৩) এর ৬(২)/১২ ধারায় মামলার আসামীগণ জননিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব বিপন্ন করতঃ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনা ও সহায়তা করার অভিযোগ তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ধারা ৪০ উপ-ধারা (২) এর অধীন সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) এতদ্‌দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০৩.০০২.১৫-৪৯২—কুমিল্লা জেলার বরুড়া থানার মামলা নম্বর-০৭, তারিখ-১১-০১-২০১৫ খ্রিঃ, সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী/২০১৩) এর ৬(২)/১২ ধারায় মামলার আসামীগণ হত্যার উদ্দেশ্যে ত্রাস ও নাশকতা সৃষ্টি করে গাড়িতে পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ করে আহতসহ গাড়ি পুড়িয়ে ক্ষতিসাধন করার অভিযোগ তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ধারা ৪০ উপ-ধারা (২) এর অধীন সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) এতদ্‌দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০৩.০০২.১৫-৪৯৩—কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম থানার মামলা নম্বর-১৯, তারিখ-১০-০১-২০১৫ খ্রিঃ সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী/২০১৩) এর ৬(২)/এর-(অ)(ই)/১২ ধারায় মামলার আসামীগণ পরস্পর যোগসাজসে জননিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব বিপন্ন করার জন্য আতংক সৃষ্টির মাধ্যমে ইট-পাটকেল ও পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ করে যানবাহনের ক্ষতি ও ড্রাইভারকে হত্যার চেষ্টা ও জনসাধারণকে কাজকর্ম থেকে বিরত রাখার অভিযোগ তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ধারা ৪০ উপ-ধারা (২) এর অধীন সরকারের পূর্বনুমোদন (Sanction) এতদ্‌দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০২.১৩-৪৯৫—গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ থানার মামলা নং-৩৪, তারিখ-১৭-০১-২০১৫ খ্রিঃ সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী/২০১২) ও সংশোধনী, ২০১৩)}এর ৬/১২ ধারায় মামলার আসামীগণ গোবিন্দগঞ্জ থানাধীন তরফকামাল মৌজাস্থ জনৈক আলমের 'রাইস মিল' এর সামনে ঘোড়াঘাট-গোবিন্দগঞ্জ মুখি পাকা রাস্তার উপর দেশের জননিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব বিপন্ন করার জন্য জনমনে আতংক সৃষ্টি করার লক্ষ্যে ধ্বংসাত্মক সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে পরস্পরকে সহায়তা করে মালবাহী ট্রাকের গতিরোধ, ভাংচুর ও অগ্নি সংযোগ এবং জানমালের ক্ষতি সাধন করার অভিযোগ তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটির অভিযোগ বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ধারা ৪০ উপ-ধারা (২) এর অধীন সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) এতদ্‌দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০৯.১৪-৪৯৬—সিরাজগঞ্জ জেলার সিরাজগঞ্জ থানার মামলা নং-২০, তারিখ-১৪-০৩-২০১৫ খ্রিঃ সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী/২০১২) ও সংশোধনী, ২০১৩)}এর ৬(২)/১২ ধারায় মামলার আসামীগণ সিরাজগঞ্জ থানাধীন সিরাজগঞ্জ শহরের বানিয়া পট্টিস্থ আবাসিক হোটেল সনি এর ৪র্থ তলায় ছাদে বিস্ফোরক দ্রব্য বিস্ফোরণ, আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে সন্ত্রাসী কার্য সংঘটন ও সহায়তা করার অভিযোগ তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটির অভিযোগ বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ধারা ৪০ উপ-ধারা (২) এর অধীন সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) এতদ্‌দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০৯.১৪-৪৯৭—সিএমপি, চট্টগ্রাম কোতোয়ালী থানার মামলা নং ০৫, তারিখ-০২-০১-২০১৪ খ্রিঃ সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী/২০১২) ও সংশোধনী, ২০১৩)}এর ৬(২)/১২ ধারায় মামলার আসামীগণ হাটহাজারী মডেল থানাধীন চারিয়া বাজারের উত্তর পার্শ্বে কালাপুল চট্টগ্রাম খাগড়াছড়ি মহা-সড়কের পাকা রাস্তার উপর অপরাধ সংঘটনের লক্ষ্যে ষড়যন্ত্র, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে প্ররোচিত করে জনসাধারণের মনে আতংক সৃষ্টি করতঃ স্বাভাবিক কাজ কর্ম হতে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে গাড়ী ভাংচুর ও চালকসহ যাত্রীকে হত্যার উদ্দেশ্যে পেট্রোল জাতীয় পদার্থ দিয়ে আগুন লাগিয়ে মারাত্মকভাবে পুড়িয়ে জখম করার অভিযোগ তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটির অভিযোগ বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ধারা ৪০ উপ-ধারা (২) এর অধীন সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) এতদ্‌দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০১০.১৪-৫০০—এসএমপি, সিলেট শাহপরাণ (রহ:) থানার মামলা নম্বর-১৫, তারিখ-২৫-০২-২০১৪ খ্রিঃ সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী/২০১২) ও সংশোধনী, ২০১৩)}এর ৮/৯(২)/১৩ ধারায় মামলার আসামীগণ শাহপরান (রহ:) থানাধীন শাহজালাল উপশহর জি-ব্লক জামে মসজিদের সামনে নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠনের সদস্য হয়ে হিজবুত তাহরীর এর পক্ষে প্রচারণা করার উদ্দেশ্যে লিফলেট ও ব্যানার হেফাজতে রেখে রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ করার অভিযোগ তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটির অভিযোগ বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় বিধায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ধারা ৪০ উপ-ধারা (২) এর অধীন সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) এতদ্‌দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০১০.১৪-৫০১—এসএমপি, সিলেট কোতোয়ালী মডেল থানার মামলা নম্বর-১৯, তারিখ-১০-১২-২০১৩ খ্রিঃ সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী/২০১২) ও সংশোধনী, ২০১৩)}এর ১০/১৩ ধারায় মামলার আসামীগণ কোতোয়ালী মডেল থানাধীন দরগা মহল্লা আবাসিক এলাকাস্থ পায়রা ৮২ নং বাসার ২য় ও ৩য় তলায় সন্ত্রাসী ও নাশকতা সৃষ্টির সরঞ্জামাদি মজুদ রেখে এবং অপরাধ সংঘটনের ষড়যন্ত্র করার অভিযোগ তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটির অভিযোগ বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় বিধায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ধারা ৪০ উপ-ধারা (২) এর অধীন সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) এতদ্‌দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০১০.১৪-৫০২—এসএমপি, সিলেট কোতোয়ালী মডেল থানার মামলা নম্বর-২৬, তারিখ-২০-০৫-২০১২ খ্রিঃ সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী/২০১২) ও সংশোধনী, ২০১৩)}এর ৮/৯(২) ধারায় মামলার আসামীগণ কোতোয়ালী মডেল থানাধীন সিলেট পুলিশ সুপারের কার্যালয়ের সামনে পাকা রাস্তার উপর নিষিদ্ধ ঘোষিত হিজবুত তাহরীর এর প্রচারপত্র বিলি করে রাষ্ট্র ও সরকারের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়ে চক্রান্ত করার অভিযোগ তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটির অভিযোগ বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় বিধায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ধারা ৪০ উপ-ধারা (২) এর অধীন সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) এতদ্‌দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এফ এম তৌহিদুল আলম
সহকারী সচিব।

শিল্প মন্ত্রণালয়
নীতি-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৭ জুলাই ২০১৫

নং ৩৬.০০.০০০০.০৬০.০৬.০০২.১৫-১৪২—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এতদ্বারা আগর শিল্পকে 'ক্ষুদ্র শিল্প' হিসেবে ঘোষণা করছে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সলিম উল্লাহ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

স্বশাসিত সংস্থা-বিসিক শাখা

বিজ্ঞপ্তিসমূহ

তারিখ, ৬ শ্রাবণ ১৪২২/২১ জুলাই ২০১৫

নং ৩৬.০০.০০০০.০৬৫.১৫.০০৯.১০-১৬১—আদিষ্ট হয়ে শিল্প মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) কর্তৃক বাস্তবায়িত "ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়নের জন্য জেলাভিত্তিক ২৪টি শিল্পনগরী কর্মসূচি" শীর্ষক সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্প হতে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত নিম্নলিখিত ১ (এক) ক্যাটাগরির ১২ (বার)টি অস্থায়ী পদ ০১-০৬-২০১৫ তারিখ হতে স্থায়ীকরণের সরকারি আদেশ নিম্নোক্ত শর্তে জারি করছি:

ক্রঃ নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ অনুযায়ী বেতনস্কেল
(১)	(২)	(৩)	(৪)
(১)	কম্পিউটার অপারেটর/করণিক তথা মুদ্রাক্ষরিক	১২ (বার)টি	৪,৭০০-৯,৭৪৫/- (গ্রেড-১৬)

শর্তসমূহ :

(ক) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৩-০৫-২০০৩ তারিখের মপবি/কঃবিঃশাঃ/কপগ-১১/২০০১-১১১ নং স্মারকে বর্ণিত নিয়মাবলী অনুসরণ করতে হবে;

(খ) বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) এর বিদ্যমান টিওএন্ডই-তে অস্থায়ী পদগুলি স্থায়ী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে এবং টিওএন্ডই হালনাগাদ করে তার একটি কপি অর্থ বিভাগের রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান অনুবিভাগে প্রেরণ করতে হবে; এবং

(গ) এতদ্‌সংক্রান্ত বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ওএন্ডএম ম্যানুয়েলে বর্ণিত অন্যান্য বিধি-বিধান/আনুষ্ঠানিকতা অবশ্যই পালন করতে হবে।

২। পদ স্থায়ীকরণের এ সরকারি আদেশ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারি করা হলো।

তারিখ, ২০ শ্রাবণ ১৪২২/৪ আগস্ট ২০১৫

নং ৩৬.০০.০০০০.০৬৫.১৫.০০৯.১০-১৭৪—আমি আদিষ্ট হয়ে শিল্প মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) কর্তৃক বাস্তবায়িত "ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়নের জন্য জেলাভিত্তিক ২৪টি শিল্পনগরী কর্মসূচি" শীর্ষক সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্প হতে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত নিম্নলিখিত ৩ (তিন) ক্যাটাগরির ৩১ (একত্রিশ)টি অস্থায়ী পদ ০১-০৬-২০১৫ হতে ৩১-০৫-২০১৬ তারিখ পর্যন্ত নিয়মিত সংরক্ষণে সরকারি আদেশ নিম্নোক্ত শর্তে জারি করছি :

ক্রঃ নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ অনুযায়ী বেতনস্কেল
(১)	(২)	(৩)	(৪)
(১)	পাম্প ড্রাইভার	১১ (এগার)টি	৪,৪৮০-৮,৬৬০/- (গ্রেড-১৮)
(২)	পিয়ন/ম্যাসেঞ্জার	০৬ (ছয়) টি	৪,১০০-৭,৭৪০/ (গ্রেড-২০)
(৩)	গার্ড/দারোয়ান	১৪(একত্রিশ) টি	৪,১০০-৭,৭৪০/- (গ্রেড-২০)
	মোট	৩১(একত্রিশ)টি	

শর্তসমূহ :

(ক) বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) কর্তৃক বাস্তবায়িত "ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়নের জন্য জেলাভিত্তিক ২৪টি শিল্পনগরী কর্মসূচি" শীর্ষক সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্প হতে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত ৩ (তিন) ক্যাটাগরির ৩১ (একত্রিশ)টি পদ সংরক্ষণের জন্য সুপারিশকৃত চতুর্থ শ্রেণীর পদে যে সকল কর্মচারী কর্মরত আছেন সে সকল পদ পরবর্তীতে তাদের অবসর গ্রহণ, পদত্যাগ, অপসারণ, মৃত্যু বা অন্য কোন কারণে পদগুলো শূন্য হলে তা আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে পূরণ করতে হবে; এবং

(খ) এতদ্বিষয়ে প্রচলিত বিধি-বিধান ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা অবশ্যই পালন করতে হবে।

২। পদ সংরক্ষণের এ সরকারি আদেশ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারি করা হলো।

মোঃ রেজাউল করিম
সহকারী সচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
শৃংখলা-১ শাখা

আদেশাবলী

তারিখ, ১৩ শ্রাবণ ১৪২২/২৮ জুলাই ২০১৫

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.২০৫.২০১৩-৪৫৬—যেহেতু, ডাঃ মোহাম্মদ এহসানুর রহমান (১০০৮০০২), প্রভাষক, ফিজিওলজি বিভাগ, কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ, কুমিল্লা গত ১৫-৮-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ হতে 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত' থাকায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩ (বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি'র দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে ২৮-১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখের ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.২০৫.২০১৩-৭৭নং স্মারকে ১ম কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান না করায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা বিষয়টি তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন;

যেহেতু, বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে কেন বরখাস্ত করা হবে না মর্মে ১৭-১২-২০১৪ তারিখের ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.২০৫.২০১৩-৯৭২নং স্মারকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান না করায় তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের মতামত চাওয়া হয়;

যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন তাঁকে চাকুরি হতে বরখাস্ত করার বিষয়ে ২৬-৫-২০১৫ তারিখের ৮০.১০৭.০৩৪.০০.০০.০১৪.২০১৫-১৫৯ নং স্মারকে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করেছে;

যেহেতু, উক্ত কর্মকর্তাকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার প্রস্তাব মহামান্য রাষ্ট্রপতি গত ১৪-৭-২০১৫ তারিখে সদয় অনুমোদন করেছেন;

এক্ষণে, সেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃংঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৪(৩)(ডি) বিধি মোতাবেক ডাঃ মোহাম্মদ এহসানুর রহমান (১০০৮০০২), প্রভাষক, ফিজিওলজি বিভাগ, কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ, কুমিল্লাকে তাঁর অননুমোদিত অনুপস্থিতির তারিখ ১৫-৮-২০১৩ খ্রিঃ থেকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করা হল।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হল এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০২৯.২০১১-৪৫৭—যেহেতু, ডাঃ এ. কে. এম. মাকসুদুল হাসান (৩৬৬৩২), জুনিয়র কনসালটেন্ট (গাইনী), উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মনসিংহ (প্রাক্তন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও) ২০-৩-২০১০ খ্রিঃ তারিখ হতে 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত' থাকায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩ (বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি'র দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে ২৭-৩-২০১৩ খ্রিঃ তারিখের ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০২৯.২০১১-৩৫৪নং স্মারকে ১ম কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান না করায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা বিষয়টি তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন;

যেহেতু, বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে কেন বরখাস্ত করা হবে না মর্মে ১৩-১১-২০১৪ তারিখের ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০২৯.২০১১-৮৯১নং স্মারকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং তাঁর জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের মতামত চাওয়া হয়;

যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন তাঁকে চাকুরি হতে বরখাস্ত করার বিষয়ে ১৫-৩-২০১৫ তারিখের ৮০.১০৭.০৩৪.০০.০০.০০৯.২০১৫-৮৪ নং স্মারকে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করেছে;

যেহেতু, উক্ত কর্মকর্তাকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার প্রস্তাব মহামান্য রাষ্ট্রপতি গত ১৪-৭-২০১৫ তারিখে সদয় অনুমোদন করেছেন;

এক্ষণে, সেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃংঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৪(৩)(ডি) বিধি মোতাবেক ডাঃ এ. কে. এম. মাকসুদুল হাসান (৩৬৬৩২), জুনিয়র কনসালটেন্ট (গাইনী), উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মনসিংহ কে তাঁর অননুমোদিত অনুপস্থিতির তারিখ ২০-৩-২০১০ খ্রিঃ থেকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করা হল।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হল এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ, ১৯ শ্রাবণ ১৪২২/৩ আগস্ট ২০১৫

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০২৭.২০১৪-৪৭০—যেহেতু, ডাঃ আশফাকুর রহমান চৌধুরী (১০০৭৭৭৫), মেডিকেল অফিসার (আবাসিক মেডিকেল অফিসারের বিপরীতে), উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, রাজনগর, মৌলভীবাজার গত ১৯-৬-২০১১ খ্রিঃ তারিখ হতে 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত' থাকায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩ (বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি'র দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে ২৭-৪-২০১৪ খ্রিঃ তারিখের ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০২৭.২০১৪-৩৪১নং স্মারকে ১ম কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান না করায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা বিষয়টি তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন;

যেহেতু, বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে কেন বরখাস্ত করা হবে না মর্মে ৩১-১২-২০১৪ তারিখের ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০২৭.২০১৪-১০০৪নং স্মারকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং তাঁর জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের মতামত চাওয়া হয়;

যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন তাঁকে চাকুরি হতে বরখাস্ত করার বিষয়ে ৯-৬-২০১৫ তারিখের ৮০.১০৭.০৩৪.০০.০০.০১৬.২০১৫-১৭৩ নং স্মারকে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করেছে;

যেহেতু, উক্ত কর্মকর্তাকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার প্রস্তাব মহামান্য রাষ্ট্রপতি গত ২৩-৭-২০১৫ তারিখে সদয় অনুমোদন করেছেন;

এক্ষণে, সেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃংঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৪(৩)(ডি) বিধি মোতাবেক ডাঃ আশফাকুর রহমান চৌধুরী (১০০৭৭৭৫), মেডিকেল অফিসার (আবাসিক মেডিকেল অফিসারের বিপরীতে), উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, রাজনগর, মৌলভীবাজারকে তাঁর অননুমোদিত অনুপস্থিতির তারিখ ১৯-৬-২০১১ খ্রিঃ থেকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করা হল।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হল এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১৪২.২০১২-৪৭৩—যেহেতু, ডাঃ ইয়াছির আলম খান (কোড-১১৩৮৩৭), মেডিকেল অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, আমতলী, বরগুনা গত ১-৬-২০০৮ খ্রিঃ তারিখ হতে 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত' থাকায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩ (বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি'র দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে ১০-২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখের ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১৪২.২০১২-১৪৪নং স্মারকে ১ম কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান না করায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা বিষয়টি তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন;

যেহেতু, বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে কেন বরখাস্ত করা হবে না মর্মে ২-১১-২০১৪ তারিখের ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১৪২.২০১২-৮৪৭নং স্মারকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান না করায় তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের মতামত চাওয়া হয়;

যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন তাঁকে চাকুরি হতে বরখাস্ত করার বিষয়ে ৯-৬-২০১৫ তারিখের ৮০.১০৭.০৩৪.০০.০০.০১৭.২০১৫-১৭৪ স্মারকে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করেছে;

যেহেতু, উক্ত কর্মকর্তাকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার প্রস্তাব মহামান্য রাষ্ট্রপতি গত ২৩-৭-২০১৫ তারিখে সদয় অনুমোদন করেছেন;

এক্ষণে, সেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃংঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৪(৩)(ডি) বিধি মোতাবেক ডাঃ ইয়াছির আলম খান (কোড-১১৩৮৩৭), মেডিকেল অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, আমতলী, বরগুনাকে তাঁর অননুমোদিত অনুপস্থিতির তারিখ ১-৬-২০০৮ খ্রিঃ থেকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করা হল।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হল এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৬২.২০১১-৪৭৪—যেহেতু, ডাঃ মোঃ শিহাব উদ্দিন (১০১৫০৮০), সহকারী সার্জন, সাঁড়া ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ঈশ্বরদী, পাবনা গত ৬-৬-২০০৯ খ্রিঃ তারিখ হতে 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত' থাকায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ ১৯৭৯ এর ৩(বি) ধারা মোতাবেক বিভাগীয় মামলা রুজু করে ৮-৫-২০১১ খ্রিঃ তারিখের ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৬২.২০১১-৪৮৪নং স্মারকে ১ম কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং তাঁর জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় তাঁকে সরকারি চাকরি হতে কেন বরখাস্ত করা হবে না এ মর্মে উক্ত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারা মোতাবেক ১০-৮-২০১৪ তারিখের ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০. ০৬২.২০১১-৬১৪নং স্মারকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, তিনি দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান না করায় তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের মতামত চাওয়া হয়;

যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন তাঁকে চাকুরি হতে বরখাস্ত করার বিষয়ে ১৬-৪-২০১৫ তারিখের ৮০.১০৭.০৩৪.০০. ০০.০১২.২০১৫-১২৮ নং স্মারকে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করেছে;

যেহেতু, উক্ত কর্মকর্তাকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার প্রস্তাব মহামান্য রাষ্ট্রপতি গত ২১-৫-২০১৫ তারিখে সদয় অনুমোদন করেছেন;

এক্ষণে, সেহেতু, সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ ১৯৭৯ এর ৪(এ) ধারা মোতাবেক ডাঃ মোঃ শিহাব উদ্দিন (১০১৫০৮০), সহকারী সার্জন, সাঁড়া ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ঈশ্বরদী, পাবনাকে তাঁর অননুমোদিত অনুপস্থিতির তারিখ ৬-৬-২০০৯ খ্রিঃ থেকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করা হল।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হল এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ, ২৮ শ্রাবণ ১৪২২/১২ আগস্ট ২০১৫

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০২৩.২০১৪-৪৯৯—যেহেতু, ডাঃ মির্জা আবু সাঈম (১২৫৩০২), মেডিকেল অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ধামরাই, ঢাকা গত ৩-১০-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ হতে 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত' থাকায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩ (বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি'র দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে ২৮-৫-২০১৪ খ্রিঃ তারিখের ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০২৩.২০১৪-৪২১নং স্মারকে ১ম কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান না করায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা বিষয়টি তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন;

যেহেতু, বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে কেন বরখাস্ত করা হবে না মর্মে ২-১২-২০১৪ তারিখের ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০২৩.২০১৩-৯২৬নং স্মারকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান না করায় তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের মতামত চাওয়া হয়;

যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন তাঁকে চাকুরি হতে বরখাস্ত করার বিষয়ে ১৮-৬-২০১৫ তারিখের ৮০.১০৭.০৩৪.০০. ০০.০১৮.২০১৫-১৭৯ নং স্মারকে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করেছে;

যেহেতু, উক্ত কর্মকর্তাকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার প্রস্তাব মহামান্য রাষ্ট্রপতি গত ৫-৮-২০১৫ তারিখে সদয় অনুমোদন করেছেন;

এক্ষণে, সেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃংঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৪(৩)(ডি) বিধি মোতাবেক ডাঃ মির্জা আবু সাঈম (১২৫৩০২), মেডিকেল অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ধামরাই, ঢাকাকে তাঁর অননুমোদিত অনুপস্থিতির তারিখ ৩-১০-২০১৩ খ্রিঃ থেকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করা হল।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হল এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম
সচিব।

আদেশাবলী

তারিখ, ২৮ জুলাই ২০১৫

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১৫৬.২০১৪-৪৫৫—যেহেতু ডাঃ মুহাম্মদ মনিরুল ইসলাম (১৩৪০৪৬), মেডিকেল অফিসার, ফতেহপুর (পূর্ব) ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, মতলব (উত্তর), চাঁদপুর গত ৮-৯-২০১৪ তারিখ হতে বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩ (বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতির' দায়ে ২৬-৫-২০১৫ তারিখ ৪৫.১৫০.০২৭. ০১.০০.১৫৬.২০১৪-২৭৯নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং গত ৯-৭-২০১৪ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

এক্ষণে, সেহেতু ডাঃ মুহাম্মদ মনিরুল ইসলাম (১৩৪০৪৬), মেডিকেল অফিসার, ফতেহপুর (পূর্ব) ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, মতলব (উত্তর), চাঁদপুর এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব এবং সামগ্রিক বিষয়াদি পর্যালোচনা করে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(২) (বি) বিধি মোতাবেক তাঁর বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি (ইনক্রিমেন্ট) আদেশ জারির তারিখ হতে পরবর্তী ০১ (এক) বছরের জন্য স্থগিত করে বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হল। এই স্থগিতজনিত বেতন-ভাতা তিনি পরবর্তীতে বকেয়া হিসেবে প্রাপ্য হবেন না। তাঁর ৮-৯-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ হতে কর্মস্থলে যোগদানের পূর্বদিন পর্যন্ত সময়কে বিনাবেতনে অসাধারণ ছুটি হিসেবে মঞ্জুর করা হলো।

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১১২.২০১৩-৪৫৮—যেহেতু ডাঃ তৌফিকুল ইসলাম মোঃ বেলাল (৩৩৩৬০), সহকারী পরিচালক, (অর্থ ও ভান্ডার), রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, রাজশাহী (প্রাক্তন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, নাচোল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ) এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩ (বি) ও ৩(ডি) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি'র দায়ে ৩১-১০-২০১৩ তারিখে ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১১২.২০১৩-৯৪৫ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং গত ২৮-১-২০১৪ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করে আনীত অভিযোগের বিষয় তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্তপূর্বক অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করেন;

এক্ষণে, সেহেতু ডাঃ তৌফিকুল ইসলাম মোঃ বেলাল (৩৩৩৬০), সহকারী পরিচালক, (অর্থ ও ভান্ডার), রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, রাজশাহী এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব তদন্তকারী কর্মকর্তার মতামত এবং সামগ্রিক বিষয়াদি পর্যালোচনা করে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(২) (বি) বিধি মোতাবেক তাঁর বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি (ইনক্রিমেন্ট) আদেশ জারির তারিখ হতে পরবর্তী ০২ (দুই) বছরের জন্য স্থগিত করে বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হল। এই স্থগিতজনিত বেতন-ভাতা তিনি পরবর্তীতে বকেয়া হিসেবে প্রাপ্য হবেন না।

তারিখ, ১৩ আগস্ট ২০১৫

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০০৯.২০১৫-৫০০—যেহেতু ডাঃ পূর্ণ চন্দ্র দাস (১৩২০২৯), সহকারী সার্জন, নাওডোবা ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, জাজিরা, শরীয়তপুর গত ২৭-৮-২০১৪ তারিখ হতে বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩ (বি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' দায়ে ২৩-৪-২০১৫ তারিখে ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০০৯.২০১৫-২২৮নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং গত ৪-৮-২০১৫ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

এক্ষণে, সেহেতু ডাঃ পূর্ণ চন্দ্র দাস (১৩২০২৯), সহকারী সার্জন, নাওডোবা ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, জাজিরা, শরীয়তপুর এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব, শুনানীকালে তাঁর বক্তব্য এবং সামগ্রিক বিষয়াদি বিবেচনা করে তাঁকে ভবিষ্যতের জন্য সতর্কতার সাথে কঠোরভাবে সরকারি নিয়ম কানুন অনুসরণপূর্বক দায়িত্ব পালনের পরামর্শ প্রদান করে বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ থেকে অব্যাহতি প্রদানপপূর্বক বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হল।

তাঁর গত ৪-৯-২০১৪ তারিখ হতে ১৩-১-২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত কর্মস্থলে অনুপস্থিতকালীন সময়কে বিনাবেতনে অসাধারণ ছুটি হিসেবে মঞ্জুর করা হল।

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৫৮.২০১৫-৫০১—যেহেতু ডাঃ গোলাম কিবরিয়া মোঃ আফজালুল বাশার খান (৪১০৮৮), সিনিয়র কনসালটেন্ট (চক্ষু), রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, রংপুর (প্রাক্তন সিনিয়র কনসালটেন্ট, চক্ষু, ১০০ শয্যাবিশিষ্ট জেলা সদর হাসপাতাল, কুড়িগ্রাম) গত ২২-১১-২০১৪ তারিখ হতে বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩ (বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি'র দায়ে ১৭-৬-২০১৫ তারিখে ৪৫.১৫০.০২৭ .০১.০০.০৫৮.২০১৫-৩২৯নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং গত ৪-৮-২০১৫ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ গোলাম কিবরিয়া মোঃ আফজালুল বাশার খান (৪১০৮৮), সিনিয়র কনসালটেন্ট (চক্ষু), রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, রংপুর এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব এবং সামগ্রিক বিষয়াদি পর্যালোচনা করে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(২) (বি) বিধি মোতাবেক তাঁর বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি (ইনক্রিমেন্ট) আদেশ জারির তারিখ হতে পরবর্তী ০১ (এক) বছরের জন্য স্থগিত করে বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হল। এই স্থগিতজনিত বেতন-ভাতা তিনি পরবর্তীতে বকেয়া হিসেবে প্রাপ্য হবেন না। তাঁর ২২-১১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ হতে ২৫-৫-২০১৫ তারিখ পর্যন্ত অনুপস্থিতকালীন সময়কে বিনাবেতনে অসাধারণ ছুটি হিসেবে মঞ্জুর করা হলো।

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৩৮.২০১৫-৫০২—যেহেতু ডাঃ মোঃ আব্দুল কাদের তালুকদার (৪৩৬৯০), মেডিকেল অফিসার (জুনিয়র কনসালটেন্ট, সার্জারী পদের বিপরীতে), উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, পাটগ্রাম, লালমনিরহাট গত ১৪-১-২০১৪ তারিখ হতে 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত' থাকায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩ (বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি'র দায়ে ২৬-৫-২০১৫ তারিখে ৪৫.১৫০.০২৭ .০১.০০.০৩৮.২০১৫-২৮০নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং গত ৪-৮-২০১৫ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ মোঃ আব্দুল কাদের তালুকদার (৪৩৬৯০), মেডিকেল অফিসার (জুনিয়র কনসালটেন্ট, সার্জারী পদের বিপরীতে), উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, পাটগ্রাম, লালমনিরহাট এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব এবং সামগ্রিক বিষয়াদি পর্যালোচনা করে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(২)(বি) বিধি মোতাবেক তাঁর বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি (ইনক্রিমেন্ট) আদেশ জারির তারিখ হতে পরবর্তী ০১ (এক) বছরের জন্য স্থগিত করে বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হল। এই স্থগিতজনিত বেতন-ভাতা তিনি পরবর্তীতে বকেয়া হিসেবে প্রাপ্য হবেন না। তাঁর ১৪-১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ হতে ১০-৪-২০১৫ তারিখ পর্যন্ত অনুপস্থিতকালীন সময়কে বিনাবেতনে অসাধারণ ছুটি হিসেবে মঞ্জুর করা হলো।

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১২৪.২০১৩-৫০৩—যেহেতু ডাঃ কে, এম, আব্দুল্লাহ আল হারুন (১২৪৮২২), সহকারী ডেন্টাল সার্জন, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, বালাগঞ্জ, সিলেট গত ৭-১২-২০১২ তারিখ হতে বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩ (বি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' দায়ে ২৯-৯-২০১৩ তারিখে ৪৫.১৫০. ০২৭.০১.০০.১২৪.২০১৩-৮২৪নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং গত ৪-৮-২০১৫ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

এক্ষণে, সেহেতু ডাঃ কে, এম, আব্দুল্লাহ আল হারুন (১২৪৮২২), সহকারী ডেন্টাল সার্জন, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, বালাগঞ্জ, সিলেট এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, বিভাগীয় মামলার জবাব, শুনানীকালে তাঁর বক্তব্য এবং সামগ্রিক বিষয়াদি বিবেচনা করে তাঁকে ভবিষ্যতের জন্য সতর্কতার সাথে কঠোরভাবে সরকারি নিয়ম কানুন অনুসরণপূর্বক দায়িত্ব পালনের পরামর্শ প্রদান করে বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ থেকে অব্যাহতি প্রদানপূর্বক বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হল।

তাঁর গত ৮-১২-২০১২ তারিখ হতে ৫-৭-২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত কর্মস্থলে অনুপস্থিতকালীন সময়কে বিনাবেতনে অসাধারণ ছুটি হিসেবে মঞ্জুর করা হল।

বিমান কুমার সাহা এনডিসি
অতিরিক্ত সচিব।

শৃংখলা-২ শাখা

আদেশাবলী

তারিখ, ২৩ জুলাই ২০১৫

নং ৪৫.১৫১.০২৭.০০.০০.১২৬.২০১৩-২১০—যেহেতু ডাঃ মোঃ জহিরুল আলম, মেডিকেল অফিসার (এমসিএইচএফপি), পরশুরাম, ফেনী এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩ (বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক বিভাগীয় মামলা রুজু করে ১ম কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়; এবং

যেহেতু, তিনি শোকজের জবাব প্রদান করেননি, সেহেতু অভিযোগসমূহ তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযোগসমূহ প্রমাণিত হয়েছে, সেহেতু তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে কেন বরখাস্ত করা হবে না মর্মে ২য় কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ২য় কারণ দর্শানো নোটিশেরও জবাব প্রদান করেননি এবং এ বিষয়ে বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন এর মতামত চাওয়া হলে কমিশন তাকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্তকরণে একমত পোষণ করেন;

যেহেতু, তিনি একজন অস্থায়ী নন-ক্যাডার কর্মকর্তা এবং তাঁর নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়;

এক্ষণে, সেহেতু সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(৩)(ডি) বিধি মোতাবেক তাঁর অননুমোদিত অনুপস্থিতির তারিখ ৫-৯-২০১২ ইং থেকে সরকারি হতে বরখাস্ত (Dismissal from Service) করা হল।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হল এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ, ৩০ জুলাই ২০১৫

নং ৪৫.১৫১.০২৭.০০.০০.০৮৩.২০১৩-২১৭—যেহেতু ডাঃ সুফিয়া জান্নাত, সহকারী সার্জন, করমআলী ইউনিয়ন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, মিরসরাই, চট্টগ্রাম এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩ (বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক বিভাগীয় মামলা রুজু করে ১ম কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়; এবং

যেহেতু, কারণ দর্শানো নোটিশটি তাঁর স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানায় প্রেরিত হলেও তিনি কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেননি, ফলে অভিযোগসমূহ তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত শেষে প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং অভিযোগসমূহ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন।

সেহেতু, তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে কেন বরখাস্ত করা হবে না মর্মে ২য় কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়। যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা ২য় কারণ দর্শানো নোটিশেরও জবাব প্রদান করেননি; এবং

যেহেতু, ডাঃ সুফিয়া জান্নাত The Bangladesh Public Service Commission (consultation) Regulations, 1979 এর 5(c) অনুযায়ী গত ৩-৭-২০১০ তারিখে সহকারী সার্জন (নন-ক্যাডার) পদে এডহক ভিত্তিতে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। কমিশন কর্তৃক তার এডহক চাকুরী নিয়মিত হয়নি।

এক্ষণে, সেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(৩)(ডি) বিধি মোতাবেক ডাঃ সুফিয়া জান্নাত, সহকারী সার্জন, করমআলী ইউনিয়ন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, মিরসরাই, চট্টগ্রাম কে তাঁর অননুমোদিত অনুপস্থিতির তারিখ ২১-১২-২০১০ ইং থেকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করা হল।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ, ৩০ আগস্ট ২০১৫

নং ৪৫.১৫১.০২৭.০০.০০.১৭৩.২০১২-৪৭২—যেহেতু ডাঃ সোহেল মাহমুদ, ইমারজেন্সি মেডিকেল অফিসার, আধুনিক সদর হাসপাতাল, গাইবান্ধা গত ২৮-৭-২০১১ খ্রিঃ তারিখ হতে 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত' থাকায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩ (বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক 'অসদারচণ' ও 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি'র দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে ১৪-১১-২০১২ খ্রিঃ তারিখের ৪৫-১৫০.০২৭.০১.০০.১৭৩.২০১২-১০৫১নং স্মারকে ১ম কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান না করায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা বিষয়টি তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন;

যেহেতু, তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে কেন বরখাস্ত করা হবে না মর্মে ২য় কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয় এবং তিনি ২য় কারণ দর্শানো নোটিশেরও জবাব প্রদান না করায় তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের মতামত চাওয়া হয়;

যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন ২১-৪-২০১৫ তারিখের পত্রে মর্মে অভিমত ব্যক্ত করে যে, অভিযুক্ত কর্মকর্তার চাকুরি সম্পূর্ণ অস্থায়ী তার চাকুরি কমিশন কর্তৃক এখনও নিয়মিত/স্থায়ী হয়নি, এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যথাযথ ক্ষমতাবান;

যেহেতু, ডাঃ সোহেল মাহমুদ The Bangladesh Public Service Commission (consultation) Regulations, 1979 এর 5(c) অনুযায়ী গত ১-৭-২০১০ তারিখে সহকারী সার্জন (নন-ক্যাডার) পদে এডহক ভিত্তিতে নিয়োগপ্রাপ্ত। কমিশন কর্তৃক তার এডহক চাকুরী নিয়মিত হয়নি।

এক্ষণে, সেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(৩)(ডি) বিধি মোতাবেক ডাঃ সোহেল মাহমুদ, ইমারজেন্সি মেডিকেল অফিসার, আধুনিক সদর হাসপাতাল, গাইবান্ধাকে তাঁর অননুমোদিত অনুপস্থিতির তারিখ ২৮-৭-২০১১ খ্রিঃ থেকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করা হল।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম
সচিব।

আদেশ

তারিখ, ১০ আগস্ট ২০১৫

নং ৪৫.১৫১.০২৭.০০.০০.০২০.২০১৪-২২৪—যেহেতু, আপনি ডাঃ মোহাম্মদ মোহিদুল হোসাইন (১২২৯৯৫), সহকারী সার্জন, ছলিমপুর ইউনিয়ন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, ঈশ্বরদী, পাবনা এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩ (বি) ও ৩(সি) বিধির আওতায় 'অসদাচরণ' ও বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি এর দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে ১ম কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়; এবং

যেহেতু, আপনি উক্ত কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেননি এবং আপনার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা বিষয়টি তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন; এবং

যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে আপনাকে উল্লিখিত অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে সরকারি "চাকুরি হতে বরখাস্ত" (Dismissal from Service) করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

এক্ষণে, সেহেতু, কেন আপনাকে উক্ত বিধিমালার ৪(৩)(ডি) মোতাবেক সরকারি "চাকুরি হতে বরখাস্ত" (Dismissal from Service) করা হবে না, তার কারণ এ বিধিমালার ৭(৬) বিধি মোতাবেক চিঠি প্রাপ্তির ৭(সাত)টি কর্মদিবসের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীকে জানাতে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

তদন্ত প্রতিবেদনের অনুলিপি আপনার অবগতির জন্য এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

বিমান কুমার সাহা এনডিসি
অতিরিক্ত সচিব।

হাসপাতাল ২ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৬ জুলাই ২০১৫

নং হাস-২/তদারকি কমিটি-১/২০০৭/৪৬৪—হাসপাতালের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও চিকিৎসা সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে জেলা হাসপাতালসমূহে ৫-৪-২০০৯ খ্রিঃ তারিখের নং-হাস-২/তদারকি কমিটি-১/২০০৭/১৮৯ সংখ্যক প্রজ্ঞাপন দ্বারা গঠিত ব্যবস্থাপনা কমিটি সরকার নিম্নরূপভাবে পুনর্গঠন করলেন ঃ

জেলা সদর/জেনারেল হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা কমিটি ঃ

কমিটির গঠন ঃ

সভাপতি

১। সংশ্লিষ্ট জেলার জ্যেষ্ঠ মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী বা সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার মাননীয় সংসদ সদস্য।

সহ-সভাপতি

২। সংশ্লিষ্ট জেলার (যদি থাকে) সংরক্ষিত মহিলা আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য।

সদস্যবৃন্দ

৩। জেলা প্রশাসক

৪। মেয়র পৌরসভা

৫। উপজেলা চেয়ারম্যান, সদর উপজেলা

৬। সিভিল সার্জন

৭। উপ-পরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা

৮। উপ-পরিচালক, সমাজ সেবা বিভাগ

৯। পৌরসভা কর্তৃক মনোনীত একজন মহিলা কাউন্সিলর

১০। একজন এন.জিও. প্রতিনিধি জেলা প্রশাসক কর্তৃক নির্বাচিত।

১১। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক প্রেস ক্লাব

১২। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক স্থানীয় বিএমএ

১৩। স্থানীয় লায়ন্স, রোটারী, এপেক্স ক্লাবসমূহ হতে একজন প্রতিনিধি (কমিটির প্রথম সভায় মনোনীত হবে)।

১৪। জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিলের একজন প্রতিনিধি

১৫। জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত একজন মহিলা সমাজ সেবক।

১৬। সেবিকা প্রতিনিধি (সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান হতে মনোনীত)

১৭। একজন ৩য় শ্রেণী কর্মচারী প্রতিনিধি (সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান হতে মনোনীত)।

১৮। একজন ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারী প্রতিনিধি (সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান হতে মনোনীত)।

সদস্য-সচিব

১৯। তত্ত্বাবধায়ক, সদর/জেনারেল হাসপাতাল।

২। **কমিটির কার্যপরিধি**—

১। কমিটির সভাপতির অনুমতি সাপেক্ষে অথবা আটজন সদস্যের লিখিত অনুরোধ সাপেক্ষে সদস্য-সচিব সভা আহ্বান করবেন।

২। সভাপতির অবর্তমানে বা তার অনুমতিক্রমে সহ-সভাপতি এ কমিটির সভা পরিচালনা করতে পারবেন।

৩। কমিটি ন্যূনতম প্রতি মাসে একবার আলোচনার মিলিত হবেন।

৪। কোন যুক্তি সংগত কারণ ব্যতীরেকে কোন সদস্য পর পর তিনবার অনুপস্থিত থাকলে তার সদস্য পদ বাতিল বলে গণ্য হবে।

৫। কমিটি প্রয়োজনবোধে সদস্য অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে, তবে তার সংখ্যা কোনভাবেই তিন জনের বেশী হবে না। কমিটিতে মহিলা সদস্য অন্তর্ভুক্তির প্রচেষ্টা করতে হবে।

৬। কমিটির সভায় ন্যূনতম মূল কমিটির নয়জন উপস্থিত থাকতে হবে।

৭। কমিটি জেলা হাসপাতাল হতে প্রদত্ত সেবার (নিরাময় ও প্রতিষেধক) পরিমাণমত ও গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। বিশেষতঃ বীর মুক্তিযোদ্ধা, হতদরিদ্র, মহিলা, শিশু, বৃদ্ধ ও সুবিধা বঞ্চিতদের সেবা সুনিশ্চিত করবেন।

৮। কমিটি স্থানীয়ভাবে সম্পদ আহরণ, রক্ষণ ও ব্যবহার করতে পারবেন। সরকার বরাদ্দ সম্পদের (মানব সম্পদ, ঔষধ, যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, স্থাপনা ইত্যাদি) সুষ্ঠু ব্যবহার সুনিশ্চিত করবেন।

৯। কমিটি সংশ্লিষ্ট হাসপাতালের অনুমোদিত বাজেট এর মধ্যে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

১০। কমিটি প্রয়োজনবোধে বিশেষ দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কমিটির অন্তর্ভুক্ত/বাইরের ব্যক্তির সমন্বয়ে উপ-কমিটি গঠন করতে পারবেন।

১১। জেলা পর্যায়ে চিকিৎসা/স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় সাধন করবেন।

৩। এ আদেশ দ্বারা বিগত ৫-৪-২০০৯ খ্রিঃ তারিখের নং-হাস-২/তদারকি কমিটি-১/২০০৭/১৮৯ সংখ্যক স্মারকে জারীকৃত প্রজ্ঞাপনটি বাতিল করে এ নতুন প্রজ্ঞাপন জারী করা হলো।

৪। এ আদেশ জনস্বার্থে জারী করা হলো এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আল মামুন মুর্শেদ
উপসচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

স্থানীয় সরকার বিভাগ

(উন্নয়ন-১ শাখা)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১১ শ্রাবণ ১৪২২/২৬ জুলাই ২০১৫

নং ৪৬.০৬৭.০০৩.০০.০০.০০৭.২০১২-৬৫৮—যেহেতু জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন জয়পুরহাট জেলার কালাই উপজেলায় উপজেলা প্রকৌশলী (অতিঃ দায়িত্ব) হিসেবে কর্মরত থাকাবস্থায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনঃ নির্মাণ ও সংস্কার প্রকল্পের অধীন কালাই উপজেলাধীন হাজিপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ কাজ বাস্তবায়নে অনিয়ম করেছেন;

যেহেতু, স্থানীয় সরকার বিভাগের ২২-২-২০১২ তারিখের ৪৬.০৬৭.০০৩.০০.০০.০০৭.২০১২-১০৫ নম্বর স্মারক মাধ্যমে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(এ), ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধিতে বর্ণিত যথাক্রমে অসদাচরণ ও দুর্নীতির দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়।

যেহেতু, জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন তাঁর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় জবাব, ব্যক্তিগত শুনানীতে প্রদত্ত বক্তব্য ও আনুষঙ্গিক রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় এ বিভাগের উপসচিব জনাব আবু তাহের মুহাম্মদ জাবেরকে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তার দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অসদাচরণের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(২) (এ) বিধি অনুযায়ী লঘু দন্ড হিসেবে তাঁকে "তিরস্কার" দন্ড আরোপের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

সেহেতু, জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন, উপজেলা প্রকৌশলী (অতিঃ দায়িত্ব), কালাই, জয়পুরহাট এর বিরুদ্ধে অসদাচরণের অভিযোগ প্রমাণিত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(২) (এ) বিধি অনুযায়ী লঘু দন্ড হিসেবে তাঁকে "তিরস্কার" দন্ড আরোপ করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবদুল মালেক
ভারপ্রাপ্ত সচিব।

পৌর-১ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ১৪ শ্রাবণ ১৪২২/২৯ জুলাই ২০১৫

নং ৪৬.০৬৩.০২৭.০১.০০.০০৫.২০১৫-১১৭৯—যেহেতু, জনাব মোঃ আমজাদ হোসেন সরকার নীলফামারী জেলাধীন সৈয়দপুর পৌরসভার মেয়র; এবং

যেহেতু, নীলফামারী জেলাধীন সৈয়দপুর থানার মামলা নম্বর-০১, তারিখ ৩-১১-২০০৯, ধারা ৩০৬ দঃ বিঃ জি, আর নং-১৩০/০৯(এস) এ দাখিলীয় অভিযোগপত্র বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক ইতোমধ্যে গৃহীত হয়েছে; এবং

যেহেতু, সৈয়দপুর থানার বর্ণিত মামলায় দাখিলীয় অভিযোগপত্র বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক গৃহীত হওয়ায় তাঁর দ্বারা নীলফামারী জেলাধীন সৈয়দপুর পৌরসভার মেয়র এর ক্ষমতা প্রয়োগ পৌরসভা তথা জনস্বার্থের পরিপন্থী এবং প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমীচীন নয় মর্মে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতীয়মান হয়েছে।

সেহেতু, সরকার তাঁকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

এমতাবস্থায়, স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ৩১(১) ধারার বিধান অনুযায়ী নীলফামারী জেলাধীন সৈয়দপুর পৌরসভার মেয়র জনাব মোঃ আমজাদ হোসেন সরকার'কে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো।

জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ, ২২ শ্রাবণ ১৪২২/৬ আগস্ট ২০১৫

নং ৪৬.০৬৩.০২৭.০১.০০.০০৬.২০১৫-১২১৬—যেহেতু, জনাব মোঃ মোকাদ্দেছ আলী সিরাজগঞ্জ জেলাধীন সিরাজগঞ্জ পৌরসভার মেয়র; এবং

যেহেতু, আপনার বিরুদ্ধে সিরাজগঞ্জ জেলাধীন (১) বঙ্গবন্ধু সেতু পশ্চিম থানার মামলা নং-০৪, তারিখ ১১-১০-২০১০-এ দাখিলীয় অভিযোগপত্র নং-৬৭, তারিখ ৬-৬-২০১৩ (ধারা ১৪৩/৩৩৩/৩৫৩/৩৭৯/৪২৭ দঃবিঃ), (২) বঙ্গবন্ধু সেতু পশ্চিম থানার মামলা নং-০৫, তারিখ ১১-১০-২০১০-এ দাখিলীয় অভিযোগপত্র নং-১১১, তারিখ ৭-৮-২০১৩ (ধারা ১৪৩/১৪৪/৪৪৭/৩৩২/৩৫৩/৪২৭/১০৯/৩৪ দঃবিঃ), (৩) সিরাজগঞ্জ বাজার জিআরপি থানার মামলা নং-০৪, তারিখ ১১-১০-২০১০-এ দাখিলীয় অভিযোগপত্র নং-০৯, তারিখ ৬-১০-২০১৩ (ধারা ১৪৩/১৮৬/৩৩২/৩৫৩/৩৭৯/৩৪ দঃবিঃ), (৪) সিরাজগঞ্জ বাজার জিআরপি থানার মামলা নং-০৫, তারিখ ১১-১০-২০১০-এ দাখিলীয় অভিযোগপত্র নং-১০, তারিখ ৬-১০-২০১৩ (ধারা ১৪৩/৩৩২/৩৫৩/৩৪ দঃবিঃ), (৫) বঙ্গবন্ধু সেতু পশ্চিম থানার মামলা নং-০৭, তারিখ ১৩-১০-২০১৩-এ দাখিলীয় অভিযোগপত্র নং-১৩২, তারিখ ২৯-১২-২০১৩ (ধারা ১২০-খ/১৪৩/১৪৭/১৮৬/৩৩২/৩৩৩/৩৫৩/৪৩৬/৪২৭/১০৯/১৪৯ দঃবিঃ) এবং (৬) সিরাজগঞ্জ বাজার জিআরপি থানার মামলা নং-০৩, তারিখ ১১-১০-২০১০-এ দাখিলীয় অভিযোগপত্র নং-০৮, তারিখ ৬-১০-২০১৩ বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক ইতোমধ্যে গৃহীত হয়েছে; এবং

যেহেতু, বর্ণিত ছয়টি মামলার দাখিলীয় অভিযোগপত্র বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক গৃহীত হওয়ায় আপনার দ্বারা সিরাজগঞ্জ জেলাধীন সিরাজগঞ্জ পৌরসভার মেয়র এর ক্ষমতা প্রয়োগ পৌরসভা তথা জনস্বার্থের পরিপন্থী এবং প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমীচীন নয় মর্মে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতীয়মান হয়েছে।

সেহেতু, সরকার আপনার সাময়িকভাবে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

এমতাবস্থায়, স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ৩১(১) ধারার বিধান অনুযায়ী সিরাজগঞ্জ জেলাধীন সিরাজগঞ্জ পৌরসভার মেয়র জনাব মোঃ মোকাদ্দেছ আলী'কে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো।

জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ খলিলুর রহমান
উপসচিব।

পাস-১ অধিশাখা

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ৯ আগস্ট ২০১৫

নং ৪৬.০৮৩.২০৩.০০০.১৫.০০৫.১৫-৯১৬—নিম্নস্বাক্ষরকারী আদিষ্ট হয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগের ৩-৪-২০০৮ তারিখের স্থাসবি/পাস-১/পদ-১০/২০০৬/২৬৭ নং আদেশে সৃষ্টিকৃত ফরিদপুর জেলার নবগঠিত সালথা উপজেলায় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতায় নিম্নবর্ণিত ৪(চার)টি অস্থায়ী ১-৬-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ হতে ৩১-৫-২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সংরক্ষণের মেয়াদ বৃদ্ধিতে সরকারি মঞ্জুরি জ্ঞাপন করছি ঃ

ক্রঃ নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	জাতীয় বেতন স্কেল ২০০৯ অনুযায়ী বেতনক্রম
(১)	উপ-সহকারী প্রকৌশলী	১(এক)টি	টাঃ ৮০০০-১৬৫৪০
(২)	অফিস সহকারী-কাম-মুদ্রাক্ষরিক/ ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	১(এক)টি	টাঃ ৪৭০০-৯৭৪৫
(৩)	মেকানিক	২(দুই)টি	টাঃ ৪৫০০-৯০৯৫
	মোট=	৪(চার)টি	

২। এ বাবদ যাবতীয় ব্যয় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের বাজেটের মঞ্জুরি নং-৩৩ এর অধীন উপজেলা কোড নং "৩-৩৭৪৫ জনস্বাস্থ্য স্বাস্থ্য বিধান ও পানি সরবরাহ" খাত হতে বহন করতে হবে।

৩। কোনশূন্য পদ (যদি থাকে) সংরক্ষণ করা যাবে না।

৪। চলতি অর্থ বছরের বরাদ্দকৃত বাজেট হতে এ ব্যয় মিটাতে হবে, অতিরিক্ত কোন বরাদ্দ দেয়া যাবে না।

৫। এ পদ সৃষ্টির আদেশ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ০৫.১৫৪.০১৫. ০২.০০.০০৭.২০০৬-৯১ তারিখ ১৬ এপ্রিল, ২০১৫ ও অর্থ বিভাগের ৫ জুলাই ২০১৫ তারিখের ০৭.১৫৬.০১৫.১০. ০২.১৫. ২০০০(অংশ-১)-২৮৬ নং স্মারকে সম্মতির প্রেক্ষিতে জারী করা হল।

৬। এ সংরক্ষণাদেশ জারীতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন রয়েছে এবং যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা পালন করা হয়েছে।

মোঃ খাইরুল ইসলাম
উপ-সচিব।

(সিটি কর্পোরেশন-২ শাখা)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৩ শ্রাবণ ১৪২২/২৮ জুলাই ২০১৫

নং ৪৬.০০.০০০০.০৭১.২৭.০১৮.১৫.৪৪৯—যেহেতু, জনাব মোঃ মোখলেছুর রহমান, কাউন্সিলর, ০৫ নং সাধারণ ওয়ার্ড, রংপুর সিটি কর্পোরেশন এর বিরুদ্ধে জি.আর. মামলা নং ৪৬৮/১৪ নং মামলায় অভিযোগপত্র মুখ্য জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, রংপুর এর আদালত কর্তৃক গৃহীত হয়েছে; এবং

২। যেহেতু, স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬০ নং আইন) এর ধারা ১২ এর উপ-ধারা (১) অনুযায়ী সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলায় অভিযোগপত্র বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক গৃহীত হলে উক্ত কাউন্সিলরকে সাময়িকভাবে বরখাস্তকরণের বিধান রয়েছে।

৩। সেহেতু, রংপুর সিটি কর্পোরেশনের ০৫নং সাধারণ ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জনাব মোঃ মোখলেছুর রহমান-কে স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬০ নং আইন) এর ধারা ১২ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হল।

৪। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

জসীম উদ্দীন হায়দার
সিনিয়র সহকারী সচিব।

পৌর-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২ আগস্ট ২০১৫

নং ৪৬.০৬৪.০২৮.১৩.১৮.২৩৮.২০১১/১২৪৯—স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ৪৩ ও ৪২(২) ধারার ক্ষমতাবলে সরকার চট্টগ্রাম জেলার নবগঠিত নাজিরহাট পৌরসভার কার্য সম্পাদনে নিয়ুক্ত প্রশাসককে সহায়তা দানের জন্য নিম্নোক্ত ৩১ (একত্রিশ) সদস্য বিশিষ্ট পৌর কমিটি গঠন করল ঃ

সদস্যবৃন্দ

(১) জনাব মোঃ ছালামত উল্যাহ চৌধুরী, সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান, দৌলতপুর ইউপি, ফটিকছড়ি।

(২) জনাব মোঃ আবুল তালেব, সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান, সুয়াবিল ইউপি, ফটিকছড়ি।

(৩) বেগম নুরনাহার বেগম, সাবেক ইউপি সদস্যা, দৌলতপুর ইউপি, ফটিকছড়ি।

(৪) বেগম কোহিনুর আক্তার, সাবেক ইউপি সদস্যা, দৌলতপুর ইউপি, ফটিকছড়ি।

(৫) বেগম হাসিনা মমতাজ, সাবেক ইউপি সদস্যা, দৌলতপুর ইউপি, ফটিকছড়ি।

(৬) জনাব দিদারুল আলম, সাবেক ইউপি সদস্য, দৌলতপুর ইউপি, ফটিকছড়ি।

(৭) জনাব মোঃ আবদুল্লাহ, সাবেক ইউপি সদস্য, দৌলতপুর ইউপি, ফটিকছড়ি।

(৮) জনাব সৈয়দ আবুল মুনছুর, সাবেক ইউপি সদস্য, দৌলতপুর ইউপি, ফটিকছড়ি।

(৯) জনাব মোঃ শফি, সাবেক ইউপি সদস্য, দৌলতপুর ইউপি, ফটিকছড়ি।

(১০) জনাব মোঃ আইয়ুব, সাবেক ইউপি সদস্য, দৌলতপুর ইউপি, ফটিকছড়ি।

(১১) জনাব খুরশেদুল আলম, সাবেক ইউপি সদস্য, দৌলতপুর ইউপি, ফটিকছড়ি।

(১২) জনাব হাফেজ নুরুল আলম, সাবেক ইউপি সদস্য, দৌলতপুর ইউপি, ফটিকছড়ি।

(১৩) জনাব মোঃ শাহনেওয়াজ সেবুল, সাবেক ইউপি সদস্য, দৌলতপুর ইউপি, ফটিকছড়ি।

(১৪) জনাব নুরুল ইসলাম, সাবেক ইউপি সদস্য, দৌলতপুর ইউপি, ফটিকছড়ি।

(১৫) বেগম আনোয়ারা বেগম, সাবেক ইউপি সদস্যা, সুয়াবিল ইউপি, ফটিকছড়ি।

(১৬) ঝিনু নারী নাথ, সাবেক ইউপি সদস্যা, সুয়াবিল ইউপি, ফটিকছড়ি।

(১৭) জনাব এস এম ফজল আমিন, সাবেক ইউপি সদস্য, সুয়াবিল ইউপি, ফটিকছড়ি।

(১৮) জনাব আমির হোসেন, সাবেক ইউপি সদস্য, সুয়াবিল ইউপি, ফটিকছড়ি।

(১৯) জনাব এস এম সফিউল আলম, সাবেক ইউপি সদস্য, সুয়াবিল ইউপি, ফটিকছড়ি।

(২০) জনাব এনামুল হক বাবুল, পিতা মরহুম আহামদ মিয়া, দৌলতপুর ইউপি, ফটিকছড়ি।

(২১) জনাব মোহাম্মদ ইসমাইল, পিতা মরহুম ছালে আহামদ সুয়াবিল ইউপি, ফটিকছড়ি।

(২২) জনাব এম. মহিউদ্দিন, পিতা মরহুম মফিজুর রহমান, পশ্চিম সুয়াবিল, ফটিকছড়ি।

(২৩) জনাব আবদুল হালিম শাহ, মরহুম আলহাজ্ব মাওলানা আবুল ফয়েজ শাহ, পূর্ব ফরহাদাবাদ, দৌলতপুর, ফটিকছড়ি।

(২৪) জনাব মোহাম্মদ শহীদ জাফর আলম পিতা মরহুম বাদশা আলম (বি.এ), নাজিরহাট পৌরসভা, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

(২৫) জনাব মোহাম্মদ ইউসুফ, পিতা মরহুম আবদুচ সালাম, দক্ষিণ ধুরং, দৌলতপুর, ফটিকছড়ি।

(২৬) জনাব মোঃ মোরশেদ মুন্সী, পিতা মরহুম ইসহাক মুন্সী, পূর্ব ফরহাদাবাদ, দৌলতপুর, ফটিকছড়ি।

(২৭) সৈয়দ জাহাঙ্গীর আলম, পিতা মরহুম সৈয়দ বদরুমেহের, দৌলতপুর, নাজিরহাট, ফটিকছড়ি।

(২৮) জনাব মোঃ আলী আকবর জুনু, মরহুম হাফিজুর রহমান, ওয়ার্ড নং-৪, সুয়াবিল ইউপি, ফটিকছড়ি।

(২৯) জনাব মোঃ নাজিম উদ্দিন, পিতা মোঃ কবির আহম্মেদ, পূর্ব ফরহাদাবাদ, নাজিরহাট, ফটিকছড়ি।

(৩০) জনাব মোঃ আনোয়ার শাহ, পিতা মোঃ লতিফ মিয়া, মতি ভান্ডার শরীফ, পূর্ব ফরহাদাবাদ, ফটিকছড়ি।

(৩১) জনাব এস. এম. সেলিম উদ্দিন, পিতা এস. এম. আজিজুল হক, ওয়ার্ড নং-৩, সুয়াবিল ইউপি, ফটিকছড়ি।

২। স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ ও সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান অনুযায়ী গঠিত কমিটির সদস্যগণ নাজিরহাট পৌরসভার সার্বিক কর্মকান্ড পরিচালনায় নিযুক্ত প্রশাসককে সহায়তা করবেন। উল্লেখ্য যে, এ বিভাগের ৪-২-২০০২ খ্রিঃ তারিখের পৌর-৩/সম্মানী-ভাতা ২/৯৭/১৩৮ নং পরিপত্র অনুযায়ী ক্রমিক নং ১ হতে ১২ পর্যন্ত সম্মানী ভাতা প্রাপ্য হবেন এবং ক্রমিক ১ হতে ১৯ পর্যন্ত অবলুপ্ত ইউনিয়ন পরিষদের ইউপি সদস্য হওয়ায় স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ৪৩ ধারা বলে তারা কাউন্সিলর হিসেবে বিবেচিত হবেন।

৩। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এ. কে. এম. আনিছুজ্জামান
সহকারী সচিব।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
উর্ধ্বতন নিয়োগ-২ শাখা

শোক প্রস্তাব

তারিখ, ০৫ কার্তিক ১৪২২/২০ অক্টোবর ২০১৫

নং ০৫.০০.০০০০.১৩১.০০.২০৭.১২-১০৯৩—জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (উপসচিব) মরহুম মেজবাহ উদ্দিন ভূঞা (৫৪২৫) গত ০২ অক্টোবর ২০১৫ খ্রি. তারিখ শুক্রবার বিকাল ৩:০০ ঘটিকায় ব্রেন স্ট্রোক ও প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হয়ে সেন্ট্রাল হাসপাতাল লিমিটেড, গ্রীন রোড, ঢাকায় ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি.............. রাজিউন)।

২। মরহুম মেজবাহ উদ্দিন ভূঞা (৫৪২৫) ০১ জানুয়ারি ১৯৫৭ খ্রি. তারিখে কুমিল্লা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ২০ ডিসেম্বর ১৯৮৯ খ্রি. তারিখে বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারে যোগদান করেন। তিনি গত ৭ সেপ্টেম্বর ২০০৯ খ্রি. তারিখে সরকারের উপসচিব পদে পদোন্নতি লাভ করেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালনের ধারাবাহিকতায় সর্বশেষে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (উপসচিব) হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

৩। মরহুম মেজবাহ উদ্দিন ভূঞা দীর্ঘ চাকরি জীবনে কর্তব্যপরায়ন, নিষ্ঠাবান ও মিষ্টভাষী একজন কর্মকর্তা ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি ০২ (দুই) পুত্রসহ বহু আত্মীয়-স্বজন এবং অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

৪। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মরহুম মেজবাহ উদ্দিন ভূঞা এর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশসহ তাঁর রুহের মাগফিরাত কামনা করছে এবং মরহুমের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

মোঃ ইব্রাহীম হোসেন খান
সচিব এর দায়িত্ব পালনরত।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

আদেশাবলী

তারিখ, ০১ অক্টোবর ২০১৫

নং বিচার-৭/২এন-৩৯/২০০২-৫২৫—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব আমিনুল ইসলাম, পিতা মৃত কাজী মাওঃ হুছাইন আহমদ, মাতা রহিমা খাতুন, গ্রাম ভাটি তাহিরপুর, ডাকঘর ও উপজেলা তাহিরপুর, জেলা সুনামগঞ্জ।) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর উপজেলার তাহিরপুর সদর ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলে গণ্য হইবে।

তারিখ, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০১৫

নং বিচার-৭/২এন-২০৩/৭৬(অংশ)-৪৬৪—মুসলিম বিবাহ ও তালাক(নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে জনাব মোহাম্মদ ফায়েজ উল্যা, পিতা মৃত-মোঃ লকিত উল্যা, মাতা-ফাতেমা বেগম, গ্রাম-সকদিরামপুর, ডাকঘর-চান্দ্রা, উপজেলা-ফরিদগঞ্জ, জেলা-চাঁদপুর। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলার ০১ নং বালিথুবা (পঃ) ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলে গণ্য হইবে।

ওয়াসিম শেখ
সিনিয়র সহকারী সচিব।